চিঠিপত্রে মুক্তিযুদ্ধ

দীপংকর মোহান্ত

নিষ্ঠাবান গবেষক দীপংকর মোহান্ত সিলেট অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের পরিচয়বহ গোটা পঞ্চাশেক চিঠি সংগ্রহ করে বর্তমান গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। এইসব চিঠিপত্রের রচয়িতা সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারী ও পুরুষ, তাদের মধ্যে রণাঙ্গণের যোদ্ধা যেমন রয়েছেন তেমনি আছেন অবরুদ্ধ পরিবেশে জীবন নির্বাহকারী সংগ্রামী সাধারণ নারী। মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে যে আলোড়ন জেগে উঠেছিল সমাজে, সকলের অংশগ্রহণে যেভাবে পরিচালিত হচ্ছিল জনযুদ্ধ, তার নিবিড় ও বহুমাত্রিক পরিচয় ফুটে উঠেছে এসব চিঠিপত্রে। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে এমনি চিঠি কেবল সংগ্রহ করেন নি দীপংকর মোহান্ত, প্রতিটি চিঠির পূর্বাপর পটভূমি ও সংশ্লিষ্টজনের বিবরণীসহ তার পরিপ্রেক্ষিত সবিস্তারে পরিবেশন করেছেন। এসব তথ্য বিবরণী ও টীকাভাষ্য বর্তমান গ্রন্থকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। নিছক একাত্তরের চিঠিপত্রের সঙ্কলন এটা নয়, মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস ও বৃহত্তর বাস্তবতার অনুপম প্রকাশ মিলবে গ্রন্থে, যেখানে সদ্যস্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পত্র থেকে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পত্র ও পাকিস্তানি বন্দিশিবিরে আটক নারীর আর্তনাদবহ চিঠি একত্রে সন্নিবেশিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব, বীরত্ব, পীড়ন ও দুঃখভোগের সমগ্রচিত্র ফুটিয়ে তুলেছে।

ISBN 984-70124-0040-1

প্রচ্ছদশিল্পী : অশোক কর্মকার
প্রকাশকাল : মাঘ ১৪১৫, ফেব্রুয়ারি ২০০৯
ISBN 984-70124-0040-1

মূল্য : নব্বই টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

উৎসর্গ

১৯৭১ সালে সুনামগঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সংগঠিত সম্মুখসমরে
শহীদ আটচল্লিশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে যিনি পরম মমতা ও শ্রদ্ধায়
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডলুরা ভূখণ্ডে সমাহিত করেছিলেন এবং সমাধিস্থল যিনি
আমৃত্যু পরিচর্যা করেছিলেন— সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা মধু মিয়াকে,
যাঁর বিশাল হৃদয়ে দেখেছিলাম স্বদেশের প্রতিচ্ছবি।

প্রসঙ্গ-কথা

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মুক্তিযুদ্ধ'। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর বীরত্ব, ত্যাগ ও পাকবাহিনীর বীভৎসতা সবই স্থায়ী হয়ে রয়েছে অসংখ্য ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের বর্ণিল ব্যঞ্জনার ভাঁজে ভাঁজে। বহুমাত্রিক উপাদানে ভরপুর এসব চিঠির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এসব চিঠি উদ্ধার করেছিলাম বিভিন্ন জায়গা থেকে। আরো চিঠি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অর্জিত হয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় চিঠি লেখা নিষেধ ছিল। কেউ অতি প্রয়োজনে লিখলেও তা ছিল সংক্ষিপ্ত এবং গোপনে চালাচালি হতো। নির্দেশ ছিল পড়ার পর চিঠি নষ্ট করে ফেলার, যেন শত্রুদের হাতে না যায়। মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক রফিকুর রহমান লজু বলেছেন, তারা গোপন কৌশলে পরিধেয় কাপড়ে সাংকেতিক ভাষায় চিঠি লিখতেন। আর কাগজের মধ্যে ভাতের ফেন বা সাগুর আটা দ্বারা কিছু লিখে শুকিয়ে ফেলতেন। যাতে কিছু লেখা আছে কেউ তা মনে না করে। আবার প্রাপক এই চিঠি পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে পাঠোদ্ধার করতেন (অক্ষর ফুটে উঠত)। অনেকে বলেছেন, পাকসেনাদের তল্লাশির ভয়ে তারা এসব চিঠি সংরক্ষণ করেননি। যারা ভারত থেকে ভারতে কিংবা লন্ডনে বসে চিঠি লিখেছিলেন সেইসব চিঠি রক্ষা পায়। চিঠিপত্রের অন্যতম রচয়িতা মুক্তিযোদ্ধা সুলেমান হোসেন ও মো. সিরাজুল ইসলাম শহীদ হয়েছিলেন। বেশিরভাগ চিঠি সিলেট অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কয়েকটি নেয়া হয়েছে শাহীন আখতার সম্পাদিত অঞ্জলি লাহিড়ীর 'স্মৃতি-৭১' থেকে।

পারিবারিকভাবে সংরক্ষিত চিঠিপত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ডা. মৃগেনকুমার দাস চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা গৌরাঙ্গ দেশী, কবি লাভলী চৌধুরী, সাংবাদিক তাপস দাশ পুরকায়স্থ, তাপসী চক্রবর্তী লিপি। মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর নজরুল ইসলাম তাঁর রণাঙ্গনের পত্র ছাপানোর অনুমতি দিয়ে ধন্য করেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী, ড. সেলু বাসিত, অধ্যাপক শরদিন্দু ভট্টাচার্য (শা.বি.), আমার স্বজেলাবাসী মো. আব্দুল মুক্তাকিম, সাংবাদিক অপূর্ব শর্মা ও স্নেহভাজন সাবিনা ইয়াসমীন স্মৃতি। ভিন্ন ভিন্ন চিঠিকে অভিন্ন গ্রন্থির মালায় সাজিয়েছেন স্নেহভাজন কল্যাণ বর্মণ সীমান্ত, সৈয়দ

মোহাম্মদ আলী কবির, আশীষ কুমার দাস ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার এম এ রহিম। বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়েছেন আমার সহধর্মিণী কণিকা চক্রবর্তী। চিঠিপত্রগুলোর ভাষা ও বানান হুবহু রাখা হয়েছে।

সিলেটের দৈনিক 'যুগভেরী' পত্রিকার একঝাঁক তরুণ কর্মী বিভিন্ন সময় আমার অত্যাচার সহ্য করেছেন। সবশেষে ধূসরিত চিঠিপত্রগুলো আলোর মুখ দেখলো আমাদের ছায়াতরু-খ্যাত মফিদুল হকের আগ্রহে। কৃতজ্ঞতা জানাই সাহিত্য প্রকাশের বাবুল সাহা ও অন্য কর্মীবৃন্দকে।

০১ ফেব্রুয়ারি ০৮　　　　　　**দীপংকর মোহান্ত**

ঘোষপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

সূচি

প্রথম অধ্যায়

রণাঙ্গনের পত্র

(রণাঙ্গন থেকে অনেক মুক্তিযোদ্ধা স্বজনদের কাছে মর্মস্পর্শী অসাধারণ পত্র লিখেছিলেন। বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত এসব চিঠিতে দেশমাতৃকার বেদিমূলে তাঁদের আত্মোৎসর্গের দৃঢ় সংকল্প অকপটে ভেসে উঠেছে। চিঠি লেখার পর পত্রপ্রেরণকারীদের কেউ আবার মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন)।

শহীদ সুলেমান-এর চিঠি

পত্র-১

Sulaiman Hussain
C/O. T.A. Barbhuiya
Vill-Rangpur
P.O. Rangpur (Silchar)
Cachar, Assam
16.04.71

ভাই সাহেব[১],

আমার সালাম আবার গ্রহণ করিবেন। পূর্বের চিঠির বাকী অংশ এই পত্রে দিলাম। আমাদের বর্তমান দুর্দশা ও দুর্গতির কথা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। এবার আপনাদের প্রতি আমাদের শেষ আবদার ও অনুরোধ আপনারাই আমাদের বংশের একমাত্র চেরাগ বলিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন। আমরা হয়তো আপনাদের মুখ দেখার সুযোগ নাও পাইতে পারি। কারণ আমাদের মৃত্যু এখন একটা পুতুল খেলা। Air Attack Bombing ও মেশিনগানের গুলিতে হয়তো আমাদের নাম লেখা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের সবাইকে আপনাদের List থেকে বিয়োগ করিয়া

ফেলিবেন। দুঃখের মধ্যে একটি সু-খবর এই যে আমাদের বুরাইয়া আবার একটি নবজাতক ছেলে সন্তান জন্ম দিয়েছেন। ওরা সবাই ভাল এবং আমাদের বাড়ীতে আছেন। এইবার, আমাদের প্রতি আপনাদের যে কি কর্তব্য সেটা আর বলে লাভ নেই। শুধু খোদার কাছে আমাদের জন্য দোয়া করিবেন। আমাদের India-তে আসার পশ্চাতে কি যে মতলব তাহা হয়তো আপনারা বুঝিতে পারিবেন। বর্তমানে আমাদের মৃত্যুর দুইটি পথ খোলা আছে। একটি হইল বুলেট ও অন্যটি হইল পেট। যতক্ষণ আমরা দুনিয়ার বুকে শ্বাস ছাড়িব ততক্ষণ আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। আমরা বাড়ির দুরবস্থা দেখে সহ্য করিতে না পারিয়া সীমান্ত পার হইয়া প্রায় ৭০ মাইল হাঁটিয়া বর্তমান ঠিকানায় আসিয়াছি।

সুতরাং আমাদের জীবন সংগ্রামে আপনাদেরকেও অংশগ্রহণ করতে হবে। বাড়ীতে কোন কোন দিন তিন চার অক্তে একবার ভাত খাওয়া সম্ভব হইতেছে না। কারণ টাকা আমাদের বাজারে নেই। নিজে বিক্রি হওয়ার কথা বলিলেও দু'খানা পয়সা পাওয়া যায় না। আমাদের পত্রখানা পাওয়া মাত্র আপনারা আমাদের দেওয়া ঠিকানায় Telegram Money order করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব যত বেশী টাকা পারেন পাঠাইয়া দিবেন। আমরা এখানে বেশীদিন থাকিতে পারিব না। আপনাদের টাকা পাইলেই চলিয়া যাইব। কারণ এখানে রাত্রে শুইলে ঘুম হয় না। চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিয়া ভাই সাহেবের সাথে দেখা করিয়া ঐদিনই ব্যবস্থা করিবেন। টাকা পাঠাইয়াই আমাদের কাছে Telegram করিবেন নতুবা আমরা সান্ত্বনা পাইব না। T.M.O. ছাড়া টাকা পাঠাইবেন না। ইতি

আপনার
সুলেমান[২]

পত্র-২

Sulaiman Hussain
Silchar
29.05.71

ভাই সাহেব,

আমার সালাম আবার গ্রহণ করিবেন। খোদার হুকুমে আমরা আপনাদের পাঠানো টাকাগুলি বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়াছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমরা আমাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের বাড়ীর আশেপাশে সব গ্রামগুলি তালাশ ও লোটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চলিতেছে। তাই বাড়ীর সবাইকে নিরাপদ জায়গায় পৌছাইয়া দিয়াছি। (লোকমান) ভাই সাহেবের পত্রে হয়তো সবকিছু লিখিয়াছেন। আশা করি খোদা আমাদের বাটীস্থ সকলকে ভাল রাখিয়াছেন। চাচাজীর দেওয়া চিঠি হয়তো আপনাদের হস্তগত হইয়াছে। আমি বর্তমানে মোস্তফাকে নিয়ে L-2 Postal Camp তে যোগ দিতেছি। তার আগে

আমাদের বাঁচার জন্য কিছুটা টাকার প্রয়োজন। সে বিষয়ে হয়তো ভাই সাহেব আপনাদের লিখিয়াছেন। বর্তমানে আপনারা যদি আমাদিগকে বাঁচাতে পারেন তবে হয়তো আমরা জীবনে কোন কাজে আসতে পারি। ভাই সাহেবের দেওয়া Telegram হয়তো পাইয়াছেন। আমাদের এখানে থাকার জন্য বিছানা পত্র ও মশারী এবং কিছুটা ব্যবহারিক কাপড়ের দরকার। মুক্তি ফৌজে অবশ্য সবকিছু পাওয়া যায়। তবুও বিশেষ নিরাপত্তার জন্য এগুলির দরকার। আমাদের দেশ ছাড়ার পশ্চাতে আমাদের কয়েকটি বাঙ্গালী বেঈমানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। খোদা যদি বাঁচান তবে তাহাদের উচিত শিক্ষা দেব। আমাদের জন্য দোয়া করিবেন। খোদা যেন আমাদিগকে যুদ্ধে জয়ী করেন। মিয়া ভাই সাহেবের কাছে পত্র দিব। বর্তমানে Aerogram কিনিবার মত পয়সা নাই। তাই Details লিখিতে পারিলাম না। আমাদের জন্য পূর্বের ঠিকানায় অন্তত কয়েকটি পাউন্ড পাঠাইলে হয়তো আমাদের দিনগুলি কিছুটা আরামে কাটবে। আমরা সপ্তাহের ভিতরে Training Centre (At Agartola) যাইতেছি। আশা করি এর আগে আপনাদের কাছ থেকে সাড়া পাইব। বাড়ীর সবার জন্য চিন্তা করিবেন না। আমরাও খোদার হুকুমে ভাল থাকিব। ভাবীসহ ছেলেমেয়েদের খবর কি? কিছুটা টাকা T.M.O করিয়া পাঠাইবেন।

ইতি

সুলেমান

পত্র-৩

জয় বাংলা

করিমগঞ্জ

০৭/০৭/১৯৭১ ইং

বড় ভাই সাহেব,

প্রথমে আমার সালাম গ্রহণ করিবেন। আশা করি খোদার ফজলে ভালই আছেন। আমি আপনার কাছে একখানা পত্র দিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার পত্রের প্রাপ্তী সংবাদ পাইলাম না। কোন অপরাধমূলক কিছু হইলে ক্ষমা করিবেন। ভাই সাহেব, সময় বড় কম। তাই বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না।

যাক, আমি অদ্য ০৭/০৭/১৯৭১ ইংরেজি করিমগঞ্জ Comp থেকে আগরতলা হয়ে Delhi Militery Camp এ Training-এর জন্য রওয়ানা দিলাম। আপনারা আমাদের সাথে Solidarity রাখিয়া চলিবেন। বাংলার স্বাধীনতা পৃথিবীর কোন শক্তিই দমাতে পারবে না। আমাদের বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ পরাধীনতার নাগপাশকে পদদলিত করিতে বদ্ধপরিকর। এতে যদি আমার বাংলাদেশ শ্মশানে পরিণত হয় তবুও আমরা কিছু ছাড়ব না। বাংলা স্বাধীন ও শত্রুমুক্ত হবে সত্য, তবে

কবে এবং কি অবস্থায় স্বাধীন হবে সেটা বলা যায় না। যাক আপনার সংগ্রামী মনোবল আমাকে জয়ের পথ সুগম করিতেছে। আমাদের প্রবাসী বন্ধুগণ যদি আমাদের সাথে থাকেন তবে ইয়াহিয়ার বাবার ক্ষমতা নেই যে বাংলাদেশে আর শাসন চালাবে। পাঞ্জাবী বেনীয়ারা এবার বুঝে নিয়েছে যে তাহারা আর এখানে থাকতে পারবে না। আমরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া মা-বোন ও মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষা করিব। The seventy five million people of Bangldesh are ready even for the current situation. We will sacrify even our last drop of blood to save our Motherland. "Long live Bangladesh" আমার সকল পণ প্রতিজ্ঞাকে কেউ নস্যাৎ করতে পারবে না। দালালদের খতম করার জন্য আমাদের গেরিলা বাহিনী শহরে প্রবেশ করেছে। দুই/তিন সপ্তাহের মধ্যে দালালদের বংশ থাকিবে না। এরাই আমাদের বড় শত্রু। যাক জয় আমাদের হবেই। আমাদের জন্য চিন্তা করিবেন না, জীবিত থাকিলে দেখা হইবে। যদি কোনদিন Telegram দেই তবে বিনা সন্দেহে Telegram-এর মর্ম মতে কাজ করিবেন। আপনার ছেলেমেয়েদিগকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন ও স্নেহ দিবেন। ভাবীকে আমার সালাম বলিবেন। আর কিছু লিখিলাম না। এই আমার শেষ পত্র।

ইতি

সুলেমান

পত্র-৪

ভাই সাহেব,

সালাম নিবেন। আশা করি ভালই আছেন। আপনাদের সাথে অনেক দিন ধরে পত্র যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। কারণ আমি অনেক দিন ধরে বাংলাদেশের ভিতরে ছিলাম। অবশ্য বাড়ীতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমি অদ্য আমার ক্যাম্প থেকে করিমগঞ্জের একটি বিশেষ Task নিয়ে এসেছিলাম। এখানে এসে একটি খবর পেয়ে মাথা ঘুরে গেছে। লোকমান ভাই সাহেব হঠাৎ দেশের ভিতরে চলে গিয়ে ছিলেন। সাথে ছিল উনার বন্ধু বদর। ওরা আমার সাথে দেখা না করে চলে গেছেন। রাস্তায় তাহাদিগকে দুশমনরা ধরে ফেলে ও টাকা-পয়সা সব কেড়ে নেয়। তারপর তারা সিলেট চলে গেলে গত ১৭/১১/১৯৭১ ইংরেজী তারিখে Arrested হয়ে যান। এই খবর আমি অদ্য বদর এর ভাই এর বিলাত থেকে দেওয়া Telegram মারফত জানতে পারিলাম। তারা নাকি বর্তমানে মৌলভীবাজার Military H.Q.তে বন্দী আছেন। তাহাদের এ বিষয়ে আমি পূর্ব কোন খবর পাই নাই। কারণ আমার পক্ষে কাহারও সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না। আপনি তাহাদের এ ব্যাপারে হয়তো খবর পেয়েছেন। তাহাদের নিরাপত্তা খোদার কাছে

রইল। আমি আপনার দেওয়া লোকমান হুসেন নামের একটি LS Postal order পেয়েছি। কিন্তু ওটা আমার পক্ষে ভাঙ্গানো সম্ভব হয় নাই। যাক ওটা আমি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। আমার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কারণ টাকা পয়সা আমার কাছে ঔষধের মতই হয়েছে। আপনাদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ হারানোর জন্যই আমার আজ এই অবস্থা। শীতের দাপটে রাত্রে Defence-এ থাকা যায় না কারণ শীতের একটি কাপড়ও আমার নেই। যাক এসব লিখে আমার লাভ নেই কারণ বাড়ীর কোন খবর আমি সরাসরি পাচ্ছি না এবং আপনাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারি নাই। যদি সম্ভব হয় তবে ভূঁইয়া সাহেবের সাথে কিছুটা টাকা পাঠিয়ে দিবে হয়তো কোন মতে আমার সাথে আসতে পারে। অসুবিধা হলে টাকা পাঠাবেন না। আমি অদ্য রাত্রি আবার সিলেট অভিমুখে রওয়ানা হইব। অবশ্য আমি একা নই সাথে আমার Camps-এর সবাইকে নিয়ে যাব। আপনার পত্রের উত্তর পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দোয়া করবেন। আমি ভাল। পরিবারের সবার কাছে শুভেচ্ছা রইল। ইতি

সুলেমান

পত্র-৫

ভাই সাহেব,

Transit Camp-এ খাইয়া শরীর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শুধু মনোবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। শহরে কলেরার প্রাদুর্ভাব। সব সময় ভয় হয় Camp-এ রিলিফ-এর খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে হয়তো আপনাদের ভাল ধারণা নেই। শুধু দেশের মায়ায় মানুষ এখানে টিকিয়া আছে। আমি কাজের ভীষণ চাপে চিঠিপত্র লিখিতে পারিতেছি না। অদ্য কিছুটা সময় পাইয়া চিঠি লিখিলাম, গত কয়েকদিন আগে Colonel Osmani সাহেব (C.in.C) আসিয়া আমার উপর Recruiting-এর ভার দিয়া গিয়াছেন। যদিও আমি এত বড় কাজের যোগ্য নই তবুও উসমানি সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করেন। তিনি আমাদেরই Constituency থেকে নির্বাচিত হইয়াছে। মোস্তফাকে ও তিনির সাথে পরিচয় করাইয়া দিয়াছি। তাই এ ব্যাপারে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। দেশ স্বাধীন করার সংগ্রামের শেষ দিন পর্যন্তও আমরা লড়িয়া যাইব। আপনারা বাড়ীতে চিঠি দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবেন। আমি Training-এ যাওয়ার পূর্বে আপনাদিগকে জানাইব। আমি এতদিনে Training শেষ করিয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু উসমানী সাহেবের আদেশে আমি বাধ্য হইয়াছি। আমার উপর উনার বিশ্বাস থাকায় আমাকে এত বড় একটা ভার দিয়াছেন যাহা একজন সামরিক অফিসার পর্যন্ত করিতে ভয় করে। যাহাই হউক খোদা আমাদের সহায় আছেন। বাংলা স্বাধীন হবেই হবে। আমরা ইতিহাসে দেখিয়াছি সংগ্রামীর কোনদিন

পরাজয় হয়নি— হবেও না। যদি দুনিয়ার কোন দেশ আমাদিগকে সাহায্য নাও দেয়-তবুও আমরা পাঞ্জাবীর বুটের নীচে মাথা রাখিব না।

ভাই সাহেব, আপনাদের সাহায্য আমাদের জীবন বাঁচাইবে এ আমার বিশ্বাস। আমরা যতদিন বাঁচিব ততদিন আপনারা আমাদিগকে স্নেহের চোখ থেকে সরাইতে পারিবেন না এটা আমার বিশ্বাস। ভাই সাহেবকে (লোকমান) বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছি। তিনি গেলে বাড়ীর সবাই কিছুটা শান্তি পাবেন। আমাদের আগামী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য T.A Bhuiya সাহেবের কাছে কিছুটা টাকা Advance রাখিলে হয়তো ভাল হইবে। যদি সেটা সম্ভব হয় তবে করিবে। সকাল ৫টা থেকে একটানা রাত ১১টা পর্যন্ত কাজের চাপে শরীর ভেঙ্গে গেছে। খাওয়া-দাওয়া ঘুম নিদ্রার কোন বালাই নেই। বাড়ীর সকলের বাঁচানোর ব্যবস্থা আপনারা করিবেন। আমাদের নাম List থেকে Minus করে ফেলেন। মনে করেন আমরা নেই। আর কিছু লিখিলাম না। সময় অল্প পত্রের উত্তরখানা বাহিরের ঠিকানায় শীঘ্রই দিবেন। ইতি

সুলেমান

পত্র-৬

মায়ের নিকট শহীদ সোলেমানের শেষ চিঠি

মা,

পত্রে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম গ্রহণ করবেন। আশা করি খোদার অশেষ কৃপায় সবাই ভাল। আমিও আপনাদের দোয়ায় ভাল আছি। মা আমাদের জন্য আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এবং আরও কষ্ট করতে হবে। আমার বিশ্বাস আমার মা কখনও এই কষ্টে ভেঙ্গে পড়বেন না।

বড় ভাই সাহেবকে দেশে পাঠালাম। কারণ তিনি বেসামরিক উপায়ে দেশসেবা করতে পারবেন। আপনাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা অনেকদিন ধরে অজ্ঞাত। তাই মন বড়ই চিন্তিত। যাক এসব চিন্তার কোন ফল নেই। শুধু আপনারা বেঁচে থাকলেই হয়। হেনা, রীনা, রিদুয়ান, জান্না, বুরহান, সাহেরা গং ভাই-বোনদেরকে আমার স্নেহাশীষ দেবেন। দাদাজী কেমন? তিনির দিকে নজর রাখবেন।

মা আজকে আপনার সবচেয়ে বড় গৌরব যে, আপনার ছেলে সত্যিকারের দেশসেবার উপায় পেয়েছে। বিবরণ ভাই সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারবেন। 'সত্যিকারের দেশসেবা করে যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় সেটা ভাল। যাক আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না অদূর ভবিষ্যতেই দেখা হবে। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের আর বেশী বাকী নয়। গোলাম মোস্তফা ভাল আছে। আজ আমার এখানে এসেছিল। তার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কারণ আমি হেডকোয়ার্টারে আছি। তাই তার কোন জিনিসের অসুবিধা হচ্ছে না। চাচাজী চাচীজিকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম

বলবেন। আমি ও মোস্তফার জন্য কোন সময়ই চিন্তা করবেন না। আমরা খুবই ভাল আছি। বাংলাদেশ সরকার আমাদের সবকিছু দিচ্ছে। বিছানাপত্র, কাপড় চোপড়, জুতা থেকে শুরু করে খাওয়ার-থাকার জায়গা ও টাকা পর্যন্ত দিয়েছে। চিন্তাটা শুধু আপনাদেরকে নিয়ে। যাক এবার আর বেশি কিছু লিখলাম না। সম্ভব হলে পরে পত্র দেব। দাদাজীর কাছে আমার সালাম রইলো। বাড়ীর অন্যান্যদের কাছে শ্রেণীমত সালাম রইলো। ইতি

আপনার স্নেহের সোলেমান

পত্র-৭

সর্বদলীয় 'স্বাধীন বাংলা' সংগ্রাম পরিষদ, সুনামগঞ্জ

তারিখ : ০২/০৫/১৯৭১ ইং

To.
Incharge Balat Camp.

Sir
বিনীত নিবেদন আমি ডলুরার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার মিঃ মধু মিয়া'কে পাঠাইলাম। তাঁহার নিকট আমার (Pass) জন্য একটি অনুমোদন পত্র দিয়া দিবেন। যাহাতে সর্বত্র আপনাদের এলাকায় বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাজে যাইতে পারি তাহা লিখা থাকিবে।

আশা করি তাড়াতাড়ি এর বিহিত ব্যবস্থা করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ইতি
গোলাম রব্বানী[৪]
সংগ্রাম পরিষদ
সুনামগঞ্জ
পিতা-আরব আলী

পত্র-৮

শহীদ মো. সিরাজুল ইসলামের চিঠি

টেকেরঘাট হইতে
তারিখ : ৩০/০৭/১৯৭১ ইং

প্রিয় আব্বাজান,
আমার ছালাম নিবেন। আশা করি খোদার কৃপায় ভালই আছেন। বাড়ীর সকলের

কাছে আমার শ্রেণীমত ছালাম ও স্নেহ রহিলো। বর্তমানে যুদ্ধে আছি, আলী রাজা, রওশন, সাত্তার, রেনু, ইব্রাহিম, ফুল মিয়া সকলেই একত্রে আছি। দেশের জন্য আমরা সকলেই জান কোরবান করিয়াছি। আমাদের জন্য ও দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য দোয়া করিবেন। আমি জীবনকে তুচ্ছ মনে করি। কারণ দেশ স্বাধীন না হইলে জীবনের কোন মূল্য থাকিবে না। তাই যুদ্ধকেই জীবনের পাথের হিসাবে নিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে মাকে কষ্ট দিলে আমি আপনাদেরকে ক্ষমা করিব না। পাগলের সব জ্বালা সহ্য করিতে হইবে, চাচা-মামাদের ও বড় ভাইদের নিকট আমার ছালাম। বড় ভাইকে চাকুরীতে যোগ দিতে নিষেধ করিবেন। জীবনের চেয়ে চাকুরী বড় নয়। দাদুকে দোয়া করিতে বলিবেন। মৃত্যুর মুখে আছি। যে কোন সময় মৃত্যু হইতে পারে এবং মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত। দোয়া করিবেন মৃত্যু হইলেও যেন দেশ স্বাধীন হয়। তখন দেখবেন লাখ লাখ ছেলে বাঙলার বুকে পুত্র হারাকে বাবা বলে ডাকবে। এই ডাকের অপেক্ষায় থাকুন।

আর আমার জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনার দুই মেয়েকে পুরুষের মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। তবেই আপনার সকল সাধ মিটে যাবে। দেশবাসী, স্বাধীন বাংলা কায়েমের জন্য দোয়া কর, মীর জাফরী করিও না। কারণ মুক্তি ফৌজ তোমাদের ক্ষমা করিবে না এবং বাঙলায় তোমাদের জায়গা দেবে না।

ছালাম, দেশবাসী ছালাম।

ইতি

মোঃ সিরাজুল ইসলাম[৫]

পত্র-৯

ক্যাপ্টেন মো. হেলাল উদ্দিন এর চিঠি

H.Q. Shella Subsector
16 Sep 71
2030 Hrs

হেমু বাবু[৬]

আমাদের দু'জন ছেলে গুরুতর আহত অবস্থায় এসেছে। দু'টা মারা গেছে। SALINE শেষ। যদি বন্দোবস্ত করে ১০টা SALINE এক্ষুনি পাঠিয়ে দেন তবে দু'টা জীবন রক্ষা সম্ভব হবে।

আশা করি ব্যবস্থা করতে পারবেন।

যদি Glucose with SALINE হয় তবে আরো ভাল হয়।

M. Helaluddin[৭]
Capt

পত্র-১০

নজরুল ইসলামের চিঠি : রণাঙ্গনের খবরাখবর

ব্যারেস্টার[৮] সাহেব,

কালিনগর, ফতেমানগর ও অনন্তপুরে একটি পার্টিকে Place করেছি। জ্ঞানপুর সমস্ত গ্রামে এক পার্টি আছে। রণনারচরে ৬ জন ছেলে আছে। হরিনগর ১০ ছেলে রেখেছি—তাদের কাজ নয়াগাঁও। কাল পর্য্যন্ত Petral করবে আর ধাপকাইর দিকে গোপনে অগ্রসর হবে; যদি Enemy দিনে রণনারচরে আসে। এই হলো পার্টির অবস্থান বা অবস্থা। সালেহ চৌধুরীর[৯] খোঁজে রফিনগর এসেছিলাম রাত পৌনে ১২টায়। চৌধুরীর কোন সন্ধান করতে পারলাম না। আমি রণনারচর থেকে গেলাম। মেজর দীন মুহাম্মদ সাহেবের নিকট আমি পূর্বেও অনেক পত্র দিয়েছি। অদ্য মজিদের[১০] ব্যাপারে Major সাহেবের নিকট যে পত্র দিয়েছি তা আপনি পড়তে পারেন কোন অসুবিধা নেই। সময় কম, মন ভালো না বলে খুব সাজায়ে লেখা সম্ভব হলো না। আপনি আগামীকাল টেকেরঘাট যান। অদ্য শেষ রাতে নৌকা ছেড়ে যাবার চেষ্টা করলেই ভালো। সংগ্রামী অভিবাদন নিবেন। জয় বাংলা।

ইতি
নজরুল[১১]
২/১১
রাত পৌনে-১২

পত্র-১১

জনাব দীন মুহাম্মদ[১২] সাহেব,

আমার সংগ্রামী অভিবাদন নিবেন। গত কয়েক দিনের মধ্যে আমি আপনার নিকট বেশ কয়েকটি দীর্ঘ পত্র দিয়েছি। এ যাবৎ কোন পত্রেরই উত্তর পাই নাই। আমরা দিরাই আক্রমণ করেছিলাম। আক্রমণের ফলাফল এ পর্যন্ত যা পেলাম তা হলো ৩ জন ম্যালিশিয়া মারা গিয়াছে। বহু রাজাকার পালিয়ে গিয়েছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক মারাও গেছে। আমাদের ammunation শেষ হয়ে যাওয়ায় দিরাইকে ambush করে রেখেছিলাম। অদ্য (২/১১) পাক বাহিনী তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। তারা দু'টি মর্টার এবং ২টি LMG নিয়ে এসেছে। ৭ থেকে ৮ জন ম্যালিশিয়াসহ

১০০ (একশত) রাজাকার নিয়ে এসেছে। ammunation-এর বিষয় আমি পূর্ব পত্রেই লিখেছি। মজিদ চৌধুরী (commander) রণে ভংগ দিয়ে চলে আসায় আমরা দিরাই জয় করতে পারি নাই। সে চলে এসেছে এবং তার ছেলে যতজন Fighter ছিল সবাইকে নিয়ে এসেছে। মজিদ চৌধুরীর সাথে আমি নিজে দেখা করেছি। সে আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে পারে না, কারণ আপনার নাকি নির্দেশ নেই। তার সাথে ২টি LMG। আমরা অনেক অনুরোধ করেছি একটি LMG দিবার জন্য। সে কিছুতেই দিতে চাইল না। আপনার নাকি নির্দেশ যে সে জলমহল বিক্রি করে টাকা নিয়ে যেতে। আগামী মঙ্গলবারে সে টেকেরঘাট চলে যাবার কথা দলবল সহ। অদ্য একটি নৌকা টেকেরঘাট শুনলাম পাঠিয়েছে। ammunation-এর অভাবে আমরা অত্যন্ত অসুবিধায় আছি। মজিদ চৌধুরীর ধৃষ্টতা বা বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই দিরাই জয় করতে পারি নাই। ambush করাতেও সাহায্য করে নাই। নৌকায় এসেছিল, নির্ঘাত আমরা তাদেরকে মারতে পারতাম। সে ভাটীপাড়াতে এসে বসে রয়েছে। হেলিকপ্টার এসেছিল মৃতদেহ নিতে অবশেষে পারে নাই। মজিদ চৌধুরীর স্বভাব চরিত্র এবং বিগত দিনের কার্য্যাবলীর বিবরণ প্রায় সবাই জানে, সময়ে আপনিও জানবেন। সে আমার আত্মীয়। কিন্তু দিরাই ব্যাপারে সে যা করেছে তাতে জনমনে কিরূপ নিরাশার সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু উপলব্ধি করাই সম্ভব। আপনি দয়া করে মজিদ চৌধুরীর এই আচরণের খবর নিবেন এবং সঠিক বিচার করবেন এই শুধু আমার প্রার্থনা। আর সামান্য পার্টী নিয়ে কি করব দয়া করে বলবেন।

ইতি
নজরুল
সহকারী গাইড
০৩/১১/১৯৭১ ইং

পত্র-১২

গেরিলা যোদ্ধা জগৎজ্যোতির শহীদ হওয়ার বার্তাবহ পত্র

দাদা,[১৩]

এখানে এসে জ্যোতিকে[১৪] পেয়েছিলাম। চারদিন হলো, সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তাঁর কাজ সে শেষ করেছে, এবার আমাদের পালা। জ্যোতিকে ম্লান হতে দেবো না, রক্তের প্রতিশোধ আমরা রক্তেই নেব...।

ইতি
সানু মিয়া[১৫]

কুশল-সংবাদ

পত্র-১৩

মা,১৬ ০৬/১১/১৯৭১

আমরা সবাই ভাল আছি। সুযোগ পেলেই চিঠি লিখব। সুতরাং চিন্তা করো না। তোমাদের শরীরের প্রতি বিশেষ নজর রেখো। লিপির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো। আমার জন্যে কোন চিন্তা করো না, আমি শারীরিক দিকে খুব ভাল আছি। বাবা, তুমি, দাদা, মামা ও মামিকে আমার বিজয়ার দণ্ডবৎ গ্রহণ কর। লিপিসহ ছোটদেরকে আমার স্নেহাশীষ দিও। ঠিকানা দিলাম। চিঠি দিও। ইতি

অঞ্জন১৭

(পুঃ লিঃ বাবলা ও সতুর চিঠি তাদের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিও)

অসিতবরণ চক্রবর্তী (অঞ্জন)
প্রযত্নে : সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক
ক্রাফট্ হোস্টেল
মঠ চৌমুহনী, আগরতলা, ত্রিপুরা

পত্র-১৪

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের পত্র

শ্রদ্ধেয় হেমবাবু

যেহেতু আমার ফিরে আসার পর আর নূতন মুক্তিবাহিনী নেওয়া হয় নাই, কেবল আগের রিক্রুট করা ছেলেদের ট্রেনিং দেওয়া হয়, আপনাকে রিক্রুটিং অফিসার স্বরূপ নিযুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। তবে প্রায় ৫০০-৭০০ ছেলে আমাদের প্রিয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, যাদের বিনা ট্রেনিং-এ আগরতলা অঞ্চলে রাখা হয়েছিল তাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা শিলচরের নিকটস্থ অঞ্চলে করার ব্যবস্থা করে আসি। লে. কর্নেল দত্ত১৮ এ যাবৎ ব্যবস্থা করেছিলেন। আশা করি এদের ট্রেনিং ভালভাবে করা হয়েছে।

আপনি যে নিঃস্বার্থ ও নিবেদিত প্রাণে চেলা/বালাট অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের আপ্রাণ সাহায্য করেছেন তার জন্য আশা করি সরকারীভাবে সত্বর চিঠি পাঠান সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে ও আপনাকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দোয়া করবেন, আমরা সকলেই যেন সত্বর নিজ নিজ বাড়ীঘর বা বাসস্থানে পৌঁছতে ও আমাদের জনগণ, যারা আজ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরও পৌঁছাতে পারি।

মিসেস হেমচন্দ্র পুরকায়স্থ ও সব ভদ্রমহিলাকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।

ইতি

আপনাদেরই মহম্মদ ওসমানী১৯

টীকা :

শহীদ সুলেমানের চাচাতো বড় ভাই, নাম মকবুল হোসেন। লন্ডন প্রবাসী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করতেন।

সুলেমান হোসেন : মুক্তিযুদ্ধে শহীদ। ১৯৫০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার ছোট-দিঘলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল ওহাব এবং মাতা খয়রুন্নেছা খানম। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিসচেতন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে ৪ নম্বর সেক্টরে কাজ করেন। ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সিলেট শহরের কাছে ধুবড়ী হাওরে হেলিকপ্টার থেকে প্যারাসুটে নামার পরই পাকসেনারা তাঁকে ঘিরে ফেললে দীর্ঘক্ষণ ধরে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। পাকসেনারা ১৪ ডিসেম্বর তাঁকে প্রকাশ্যে গুলি করে। কারো কারো বর্ণনায়, ১৪ ডিসেম্বর তিনি সিলেট-তামাবিল সড়কে (উপশহরের উত্তরের সড়ক) পাকসেনাদের পরিবহন গাড়ি আক্রমণ করলে তাৎক্ষণিক যুদ্ধে শহীদ হন।

৩. মধু মিয়া : সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত ডলুরা শহীদ সমাধিস্থলের প্রতিষ্ঠাতা মুক্তিযোদ্ধা। তিনি নিজ হাতে ৪৮ জন শহীদকে এ জায়গায় সমাহিত করেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এর সংরক্ষণ ও উন্নয়নকল্পে নিরলসভাবে ব্রতী ছিলেন। ২০০৪ সালে পরলোকগমন করেন।

৪. গোলাম রব্বানী : সুনামগঞ্জ জেলা শহরের বাসিন্দা। গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জের রাজনীতিতে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে বহু তরুণকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত '*বিন্দু-বিন্দু রক্তে*' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ২০০৬ সালে পরলোকগমন করেন।

মো. সিরাজুল ইসলাম : বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়। কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের এক সময়ে ভিপি ছিলেন (ছাত্র ইউনিয়ন)। মুক্তিযুদ্ধের সময় সুনামগঞ্জ জেলার সুরমা নদীতে পাকসেনাদের পরিবহন বহরে গেরিলা আক্রমণ করেন এবং সাচনা বাজারে পাক বাঙ্কার ধ্বংসের সময় শহীদ হন।

৬. হেমেন্দ্রকুমার দাশ পুরকায়স্থ : ১৯০৩ সালে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার দিঘলী গ্রামে জন্ম। মা সেকালের সাহিত্যিক মল্লিকসুন্দরী দাশ, পিতা হরকুমার দাশ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কয়েকবার কারাবরণ করেন। বিপ্লবী দলের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঁশতলা ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল সংগঠক হিসেবে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর স্ত্রী প্রীতিরাণী দাশ পুরকায়স্থ মহিলা মুক্তিফৌজ গঠন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর আতাউল গনি ওসমানীর সাথে তাঁর ছিল গভীর সখ্য। ১৯৯০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

৭. ক্যাপ্টেন মো. হেলাল উদ্দিন : পুরো নাম আবু সৈয়দ মো. হেলাল উদ্দিন। ১৯৪৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার দোহার থানায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সামিম উদ্দিন আহমদ। ১৯৬৯ সালে পাক সেনাবাহিনীতে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি লাভের পরপরই মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ৫নং সেক্টরের অধীন কয়েকটি সাব-সেক্টর পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে

সুনামগঞ্জে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য গড়েছেন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন হেলাল শিক্ষা ট্রাস্ট। দোয়ারাবাজার 'মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন হেলাল-বসর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে'র প্রতিষ্ঠাতা।

ব্যারিস্টার আব্দুল মতিন : সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর সদর উপজেলায় জন্ম। মুক্তিযুদ্ধের সময় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

৯. সালেহ চৌধুরী প্রখ্যাত সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত এক প্রাণ। জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার গচিয়া গ্রামে ১৯৩৬ সালের ১১ নভেম্বর। পিতা আজমান রাজা চৌধুরী ও মা আছিয়া খাতুন।

১০. আব্দুল মজিদ চৌধুরী: মুক্তিযোদ্ধা। জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার ভাটীপাড়া গ্রাম। বর্তমানে কানাডা প্রবাসী। সম্ভবত ঘটনাস্থলে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল।

১১. নজরুল ইসলাম সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার আটগাঁও গ্রামে জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে (অনার্স) তৃতীয় বর্ষের ছাত্র অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অধ্যাপনার সাথে যুক্ত হয়ে পরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১২. মেজর দীন মোহাম্মদ : মুক্তিযোদ্ধা। বর্তমানে প্রয়াত। কিছুদিন বালাট ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন।

১৩. গৌরাঙ্গ দেশী : মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৪৬ সালে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার পেরুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বালাট সাব-সেক্টরের অন্যতম গেরিলা কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গোয়েন্দা শাখার নেতা ছিলেন সানু মিয়া ও জগৎজ্যোতির সাথে তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ দেশীর প্রথমে সানু মিয়ার কোম্পানিতে ছিলেন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সানু মিয়া বড়ছরা সাব-সেক্টরে জগৎজ্যোতির কোম্পানিতে চলে যান। তাঁর যোগদানের পর জগৎজ্যোতি শহীদ হলে তিনি আগের কমান্ডারকে বিষয়টি অবহিত করান।

১৪. জগৎজ্যোতি দাস (১৯৪৯-১৯৭১) : হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জের জলসুখা গ্রামে জন্ম। অসীম সাহসী দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সুনামগঞ্জ অঞ্চলের নৌপথে পাকসেনাদের বিপর্যস্ত করলে তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছিল এবং সেই সাথে বিশেষ কমান্ডো বাহিনীও পাঠায়। ১৬/১১/১৯৭১ আজমিরীগঞ্জের বদলপুরের খৈয়াগপি বিলে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন (কারো কারো মতে অক্টোবর মাসে শহীদ হন; তার সহযোদ্ধা ও শেষ সাথী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মো. ইলিয়াসের মতে এই তারিখ সঠিক)।

১৫. সানু মিয়া : মুক্তিযোদ্ধা। হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানার দিনারপুর গ্রামে জন্ম। গৌরাঙ্গ দেশী তার প্রথম কমান্ডার ছিলেন। পরে জগৎজ্যোতির কমান্ডে চলে গিয়েছিলেন।

১৬. ষোড়শী চক্রবর্তী (১৯২৭-১৯৯২): মুক্তিযোদ্ধা অরুন চক্রবর্তীর (অসিতবরণ) মা। তিনি ছিলেন নারীনেত্রী। মানবতার ও সামাজিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। একসময় সালে স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি সিলেটের নারী মিছিলের অগ্রভাগে সবসময় থাকতেন।

১৭. অরুন চক্রবর্তী (জন্ম-১৯৪৯) : পুরো নাম অসিতবরণ চক্রবর্তী। সিলেট শহরে জন্ম। সম্প্রতি শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত।

১৮. মেজর জেনারেল (অব.) চিত্তরঞ্জন দত্ত : মূল বাড়ি হবিগঞ্জ জেলায়। মুক্তিযুদ্ধে তিনি অতুলনীয় ভূমিকা রাখেন। ৪নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। বর্তমানে ঢাকায় অবসর জীবনযাপন করছেন।

১৯. মহম্মদ ওসমানী (১৯১৮-১৯৮৪) : মহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী। ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। আদি বাড়ি সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলায়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্কটকালে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে লেখা নারীদের পত্র

(যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ ও উৎকণ্ঠিত নারীরা নিকটজনের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন, কেউ আবার নিরাপদ জায়গায় সন্ধান করেছিলেন– এ পর্বের চিঠিপত্র দেশের ভেতর থেকে লেখা হয়েছিল।)

আবেদন পত্র-১

কুলাউড়া থানার জয়চণ্ডী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহোদয়,
সমীপে

নিবেদন এই,
বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছি। নানা ভয়ভীতি উপেক্ষা করে অনেক কষ্টে গত দুই মাস কাটাইতেছি। এখন আর একা থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানের মালিক শ্রী পুর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত সিলেট গিয়াছিলেন। ২৬শে মার্চ ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। পরে পুর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত'কে সিলেট বাসায় আটক করা হইল। তিনিকে বাসা হইতে বাহির হওয়া মিলিটারী অফিসার নিষেধ করায় এখানে আসা আর হয় নাই।

কয়েকটি এতিম ছোট ছেলেমেয়ে আমাদের এইখানে আছে। তাহাদের আমি নিয়া যাইতেছি। ক্ষেত-কৃষি, শাকসব্জি করা, গরু রাখা, দুধ, ফল ইত্যাদি বিক্রি করেই আমাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। আমাদের যে সব জিনিষপত্র গরু বাছুর, ধান অস্থাবর যাহা আছে তার একটি লিষ্ট দিলাম। পুর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্তের অনুপস্থিতিতে এসব রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার উপর অর্পণ করিলাম। যাহাতে বাড়ীঘর জিনিষপত্র সব নষ্ট না হয় তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

বিনীত
সুহাসিনী দাস
জয়চণ্ডী ইউনিয়ন
পো. ও গ্রাম : রঙ্গিরকুল
জিলা : সিলেট।

নিম্নলিখিত জিনিষ আমাদের বাড়ীতে আছে—

গরুর গাই (গাভী)- ৪টা
ডেকী-১টা
ডেকা (ষাঁড়)-৩টা
ধান-৬৫/মণ
চাউল-২/মণ
চিরান কাঠ- ১০০ ফুট
তৈরি দরজা- ৩ জোড়া
চৌকি-১১ খানা
বেঞ্চ-৮ খানা
বেতের চেয়ার- ১খানা
বেতের টেবিল- ১ খানা
ছোট চৌকি-৫ খানা
কাঠের সেলফ- ৩ খানা
কাঠের চেয়ার- ৯ খানা
টেবিল- ৭ খানা
কাঠের আলমারী- ৫টা
জাল তারের আলমারী-৩টা
ইজি চেয়ার-২টা
কাঠের সিন্দুক-১টা
ট্রাঙ্ক-৪টা
সুটকেইচ-৩টা
ফিলটার-২টা
ওজনের কাটা ও পাথর-১১টা
হোমিও ঔষধের বাক্স-১টা
বড় পিতলের গামলা-৮টা
বড় পিতলের হুচপেন-১টা
বড় বালতি-১টা
বড় রড ডেগ-৩টা
বড় ছোট ডেগ-৫টা
বড় জগ-১টা
বড় বদনা- ১টা
বড় ডাবর- ১টা
বড় ঘটি-১টা
ছোট ঘটি-৩টা

বড় কলস- ২টা
পিতলের ছোট-বড় থালী-৮ খানা
পিতলের ছোট বড় হাতা- ১০ খানা
পিতলের বড় বাটি- ১ খানা
কাসার বড় থালা-৫ খানা
কাসার মাঝারী থালা-২ খানা
কাসার ছোট থালা- ৬ খানা
কাসার গ্লাস- ৩ খানা
কাসার বড় বাটি- ২ খানা
কাসার ছোট বাটি- ১ খানা
কাসার কাপ প্লেইট- ১ খানা
কাসার ঘট- ১ খানা
এ্যালুমিনিয়াম বড় কেটলী-১
এ্যালুমিনিয়াম ছোট কেটলী-২
এ্যালুমিনিয়াম টিফিন কেরিয়ার-২
এ্যালুমিনিয়াম জগ- ৪
এ্যালুমিনিয়াম বড় বাটী-৮
এ্যালুমিনিয়াম ছোট বাটী-৩২
এ্যালুমিনিয়াম গ্লাস-২৪
এনামেল বাসন
এনামেল থালা-১০
এনামেল বাটী-৫
এনামেল প্লেইট-৬
চায়ের কাপ-১০
প্লেইট-১০
ডিস-৬
কাচের গ্লাস-৬
কাচের বাটি-৪
টি-পট-২
চামচ-১০
স্টোভ-১
পাথরের বাটি-৪
পাথরের থালা-৪

পত্র-২

পাক মেজরকে লেখা আবেদন

মাননীয় মেজর, কুলাউড়া।

আমাদের বাড়ী সংলগ্ন সব জমি ও হাওরের ৩ কেয়ার জমি ভাগী চাষ করার জন্য দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীর মালিক পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত সিলেট পুরান লেন বাসায় আটক আছেন। মিলিটারী অফিসার পূর্ণেন্দুকিশোর সেনকে বাসা হইতে বাহির হওয়া নিষেধ করায় তিনি এইখানে আসিতে পারেন নাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয় তাই আমি চলিয়া যাইতেছি। আমাদের ভাগী চাষী আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া গরু বাছুর দেখাশুনা করিবার ভার দিয়া গেলাম। সে আমাদের জমি চাষ করিবে, বাড়ী পাহারা দিবে। ধান যা হইবে অর্দ্ধেক সে নিবে বাকি অর্দ্ধেক আমাদের ঘরে গচ্ছিত রাখিবে। পূর্ণেন্দু বাবু আসিলে তিনিকে সব সমজাইয়া দিবে।

সুহাসিনী দাস
প্রযত্নে : পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত
পো. ও গ্রাম : রঙ্গিরকুল
জয়চণ্ডী ইউনিয়ন
জিং : সিলেট।

পত্র-৩

মা রেনু",
বহুত বহুত দোয়াপর সমাচার,
পত্র বাহকের কাছে তোমাদের সকল সংবাদ অবগত হইলাম। আল্লাহর রহমতে যেভাবে আছ থাকিও। শহরের অবস্থা সকল জায়গায়ই এক রকম। তোমরা ঢাকা ফিরিবার চেষ্টা করিও না।

আমরাও নানাবিধ অবস্থার মধ্যে একরকম দিন কাটাইতেছি। চিন্তা করিও না। মুখে বলিয়াছি তেমন বুঝিলে বাসা ছাড়িয়া বাড়ীতে চলিয়া যাইব। ঈদরিছ ভাই থাকিবে। আমরা উভয় সংকটে। তোমাদের আব্বাকে নিয়াই বেশি চিন্তা, সকলেই তাঁহার কাছে আসে। বাসায় কয়েকজন গাড়ী রাখিয়াছে এই গুলির জন্যে বড়ই অশান্তিতে আছি। তিনি বাসা হইতে যাইতেও চাহেন না।

সময় সুযোগ পাইলে কম কথায় অবস্থা জানাইও। দামান্দকে বলিতেছি, মা-বাবার কাছে গিয়াছে জানিয়া খুব নিশ্চিন্ত হইলাম। জীবন আগে এই কথা মনে রাখিয়া কাজ করিবে। আল্লাহ সবাইকে রহমত করুন।...

আমরা ভাল আছি। আত্মীয়-স্বজন সকলে এখনও নিরাপদে আছেন।

তোমার আম্মা[৪]

পত্র-৪

মা রেনু,

বহু বহু দোয়াপর

আমরা তোমাদের খবরের জন্য চিন্তিত আছি। ঢাকার খবর আমরা পাই নাই। লাভলী সিলেট থেকে আসিয়া আমাদেরকে লইয়া সিকন্দরপুর আছে। এই পত্র কবে তোমার হাতে যাইবে জানি না- শুনিলাম তোমরা বুল্লায় আছ। আমরা নানা হয়রানির ভিতর আছি।

আর্মির আসা যাওয়া এখন সর্বত্র হইয়া গিয়াছে।... টিটোকে সাবধানে রাখিবে। পুকুরে যাইতে দিও না।

আম্মা

টীকা :

১. পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত (১৮৯৫-১৯৭৮) কংগ্রেস নেতা মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার রসিরকুল আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। আমৃত্যু মানবসেবা করে গেছেন। জন্ম সিলেট শহরের পুরান লেনে। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করেন।
২. সুহাসিনী দাস (জন্ম-১৯১৫) : ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী। ১ ভদ্র ১৩২২ বাংলায় সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলা সদরে জন্ম। অনাথ শিশুদের মাতৃস্নেহ দিয়ে লালন-পালন করতেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে মানবিক বিপর্যয়ের সময় নিরলস কাজ করেছিলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল রসিরকুল বিদ্যাশ্রমের পরিচালিকা ছিলেন। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'সমাজসেবা' পদকে ভূষিত হন।
৩. সিতারা বেগমের মেয়ে। আসল নাম নূরুন্নাহার বেগম। বর্তমানে ঢাকায় বসবাস করছেন।
৪. সিতারা বেগম (১৯২৪-১৯৯০): মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মুন্সিবাজারে ১৯২৪ সালে জন্ম। পিতা প্রখ্যাত লোক-সাহিত্যিক আশরাফ হোসেন। নারীশিক্ষা বিস্তারে কাজ করেছেন। বালাগঞ্জ উপজেলায় বিয়ে হয়েছিল। ১৯৯০ সালে পরলোকগমন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সংগঠকদের চিঠিপত্র

[মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে সংগঠকদের ভূমিকা অতুলনীয়। তাঁরা ছিলেন দিকনির্দেশনাকারী বা পথপ্রদর্শকস্বরূপ। সংগঠকদের অনেকে ছিলেন জনপ্রতিনিধি। যুদ্ধের সময় সেক্টরে তারা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। কয়েকজন আবার হয়েছিলেন ময়দানের মুক্তিযোদ্ধা।]

পত্র-১

সামাদ[১],

তুমি আমাদের এলাকা থেকে শিক্ষিত ছেলেদেরকে নিয়ে চলে এসো। আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভোলাগঞ্জে আছি, জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। জয় বাংলা।

ইতি

হারিছ[২]

পত্র-২

Dear Monmotha[৩] Babu,

সেইদিন আপনারা এখানে আসিয়াছিলেন, উপযুক্ত আদর যত্ন করিতে পারি নাই। শ্রীমান টেমা ঘোষ,[৪] আমার বাসায় বসেনই নাই, কোন রূপ আদর যত্নের কথাই উঠে না। যাক, তাঁহাকে আমার শুভেচ্ছা ইত্যাদি বলিবেন এবং কোন রূপ আদর যত্ন করিতে পারি নাই বলিয়া লজ্জাইয়াছি, বলিতে ভুল করিবেন না। গত রাত্রে, মিঃ মানিক চৌধুরী[৫] সামিলে এখানকার একটা বিরোধ মীমাংসা করা হইয়াছে। এক পক্ষ মিঃ আজিজুর রহমান[৬] M.P.A. (জেনারেল সেক্রেটারী সাব ডিভিশনেল আওয়ামী লীগ) এবং অন্য পক্ষ কতিপয় ছাত্র এবং Indirectly মিঃ আজিজ বেগ[৭]। মিঃ তোয়াবুর রহিম[৮] M.P.A. ও উপস্থিত ছিলেন ঐ বিচার বৈঠকে হাজি সুনা

উদ্বাস্ত[৯] ছেলে ছাদ উদ্বাকে, কোন সভা সমিতিতে না ডাকার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি গৃহীত হইয়াছে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্যান্য বিরোধ মিটাইবার জন্য সকলেই চেষ্টা নিতেছি। ১৮ই জুলাই হইতে আমরা কোন সরকারী রেশন পাইতেছি না। ঐদিন হইতে আমরা এখানকার বাসায় আসিয়াছি। ৭/৮ জন লোক, সবকিছুই কিনিয়া খাইতেছি। শুধু জল আনাইতে মাসিক ১২ টাকা লাগিতেছে।

শ্রীহট্টের এডভোকেট বাবু প্রবোধরঞ্জন দে, করিমগঞ্জে থাকিলে আমার খবরাদি দিবেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ বলিবেন। আমার প্রতিবেশী ও খুব খাতিরের বিপিন বাবু করিমগঞ্জে আছেন। তাঁহাকে ১ খানা পত্র লিখিয়াছিলাম। সার্বিক ঠিকানা দিতে না পারায় বোধ হয় পত্রখানা তাহার কাছে পৌছে নাই। তাঁহার বাড়ী, আমার বাড়ীর অনতিদূরে ছিল। গ্রাম গোকুলনগর, তাঁহার Cousin নিরোধ বাবুকে খানসেনারা গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। তাহার ছেলে রেলওয়ে গার্ড। কমলগঞ্জ হাই স্কুলের Ex-Headmaster-এর খোঁজ পাইলে জানাইবেন। আপনি কিভাবে কি করিতেছেন বিস্তারিতভাবে জানতে দিলে সুখী হইব। আমি অলস জীবন যাপন করি। আমার লন্ডন প্রত্যাগত ছেলের (খিজির বি.এ Designer, textile, London) খোঁজ পাইয়াছি, সে এখনও নোয়াখালীতে। তাহার শ্বশুর তথাকার গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় আছে। বাড়ীর, দেশেরও অন্যান্য ছেলের খবর বহুদিন যাবত পাইতেছি না। মন ও শরীর ভাল নহে। অন্যান্যেরা এক প্রকার। আপনাদের মঙ্গলাদি কামনা করি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আমরা, আরও ২ মাস মধ্যে দেশে ফিরিতে পারিব। মধ্যে ২ পত্র লিখিবেন। আদাব।

Yours sincerly
C.U. Ahmed[১০]

পত্র-৩

My dear Monmotha Babu,

আশা করি আপনি আমার পূর্বের পত্রগুলো পাইয়া থাকিবেন। আমি ইতিমধ্যে এই রাজ্যের Gudicial কমিশনারকে A/D Regd ডাকে যে দরখাস্ত দিয়াছি, তাহার true copy অদ্য আপনার কাছে পাঠাইলাম। আপনি কিভাবে চেষ্টা তদ্বির নিতেছেন জানি না, তবে আমি কিভাবে Move করিতেছি আপনাকে জানান আবশ্যক বোধে অদ্য এই নকল আপনার কাছে পাঠাইলাম। যাহা ভাল বুঝেন করিবেন। কিছুকাল পূর্বে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট Ruling দিয়াছেন, কোন অবস্থায়ই কোন ব্যক্তিকে বিনাবিচারে ৩ মাসের উপর (জেল হাজতে) আবদ্ধ রাখা চলিবে না। দেখা যাক এই ruling কে এই রাজ্য কতটুকু আমলে আনেন।

গতকল্যও আপনার সেই যুবক নেছার বক্তের সহিত MPA মি. তওয়াবুর রহিমের

বাসায় সাক্ষাত হইয়াছিল। তিনি তাহার ইচ্ছামত ট্রেনিং এ যাওয়ার জন্য চেষ্টা নিতেছেন। আবশ্যক বোধে আমার সাধ্যমত আমিও তাহার জন্য চেষ্টা নিব। MPA মিঃ আজিজুর রহমান ট্রেনিং এ যাইতেছেন। গতকল্য তিনি আমার বাসায় আসিয়া আমার 'দুয়া' ইত্যাদি চাহিয়াছেন। আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এখানেও আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের মধ্যে রেষারেষি ও দলাদলি চলিতেছে। কে কোন পদ পাইবেন ইহাই সকলের লক্ষ্য। মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের প্রতি কাহারো বড় একটা টান নাই। আমরা কোথায় চলিয়াছি এবং আমাদের ভবিষ্যত কি, খোদাই জানেন। দুনিয়ার হালচাল দেখিয়া মনে হয় কোন রাষ্ট্রই আমাদিগকে কোন সক্রিয় সাহায্য দিবে না। সহানুভূতিই সার। একমাত্র ভরসা মুক্তি ফৌজ, ওরা যদি নিজ শক্তিতে, মৃত্যুবরণ করিয়া দেশ উদ্ধার করিতে পারে, তবেই বাঙ্গালীর মুক্তি। তবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, ভারি অস্ত্রশস্ত্র তাহারা কোথায় পাইবে এবং ফাইটার ইত্যাদি প্লেনই আসিবে কোথা হইতে? ফাইটার ইত্যাদি পরিচালক অভিজ্ঞ বৈমানিক এখন আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে আছেন। দেশ উদ্ধারের জন্য এখন বিশ্বাসঘাতক কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া বাঙ্গালী মাত্রই মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, ইহা একটা শুভ লক্ষণ। এবার যদি বাংলা স্বাধীনতা অর্জন করিতে না পারে, তাহ হইলে কয়েক শতাব্দীর জন্য বাঙ্গালী দাস জাতীতে পরিণত হইবে। ভাবিতে ও শরীর শিহরিয়া উঠে। কত আর লিখিব দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত। আমরা একভাবে আছি আপনাদের মঙ্গলাদি কামনা করি। আপনার স্ত্রীসহ আপনার পরিবারের সকলের খবর দিবেন। আদাব।

Yours sincerly
C.U. Ahmed

পত্র-৪

My dear Monmotha Babu,

গতকল্য অপরাহ্নে, আপনার ১৪ই অক্টোবর তারিখের লিখিত হাতুয়া পত্র ঐ পত্রবাহক, আমার বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ সময় আমি এক সভায় থাকায় তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। দেখা হইলে তাহার কথা শুনিব এবং কিছু করিতে পারি কিনা চেষ্টা করিয়া দেখিব।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি, ছাতকের বেশীর অংশ এখন মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে, ছাতকের Cement factory নাকি ধ্বংস করা হইয়াছে। জুরী বাজার, নিকটস্থ জঙ্গলও নাকি এখন মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। সমসেরনগরে এখন পাক সৈন্য অত্যধিকভাবে জড় হইয়াছে। চাতলা বাগানের (৯ নম্বরে) একটা টিলায়, পাক সৈন্যরা একটা পাক্কা লম্বা ট্রেঞ্চসহ মজবুত ঘাঁটি করিয়াছে। এখানেই, এখন উভয়পক্ষে জোর লড়াই হইতেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শীঘ্রই মুক্তিযোদ্ধাদের আপ্রাণ চেষ্টায় সমসেরনগর দখল হইবে। সমসেরনগর দখলে আসিলে,

মৌলভীবাজার সবডিভিশন দখলে আসিবে এবং আমরা দেশে ফিরিতে পারিব। আমি আশাবাদী, এখন দিন দিন আশার মাত্রা বাড়িতেছে। আপনি নিরাশ হইবেন না। জ্যোতিষীদের মতেও শীঘ্রই একটা নাটকীয় পরিবর্তন হইবে। মূল ঢাকা নগরীতেও মুক্তিযোদ্ধারা বেশ তৎপর। Vice Chancellor, জনৈক মন্ত্রী ও Ex-Governor মিঃ মোনায়েম খাঁর হত্যা ইহা প্রমাণ করে। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া চলিবেন, আমি যখন জানিব আপনাকে জানাইব আপনিও জানাইবেন।

নওয়াব[১১]কে, কমলপুর জেল হাজতে দেখার জন্য আমার দ্বিতীয় ছেলেকে তথায় পাঠাইয়াছিলাম, সে তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার জন্য আমরা (including you) যে যথাসাধ্য চেষ্টা তদ্বির নিতেছি তাহাও জানাইয়াছে। Mr. K P. Datta Advocate আবার আগরতলা কোর্টে Move দিয়াছেন, ফলাফল শীঘ্রই জানিব। gudicial কমিশনার ও কিছু আদেশ দিতে পারেন। তাঁহার কাছে আমি যে দরখাস্ত দিয়াছি তাহার নকল আপনার কাছেও পাঠাইয়াছি। আপনি অসুস্থ জানিয়া খুব চিন্তিত হইয়াছি। Vital force রক্ষার্থে, ঔষধ সেবন করিতে থাকিবেন। বিদেশে বিশেষত এই বয়সে স্বাস্থ্য বেশী ভাঙ্গিয়া পড়িলে মহাবিপদ। কমবেশী বাসার সকলেরই চিকিৎসা চালাইয়া যাইবেন। বিদেশে কেহ বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িলে, বিপদে পড়িবেন। আপনার স্ত্রীকে Phosphorus গঠিত ঔষধ খাইতে দিবেন। Insanity রোগে, Phosphours সেবনে রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে না। ফসফরাসের অভাব পূরণের জন্য আমি আমার অনেক পাগল রোগীকে ঝোল ও মাংসে খাইতে দিয়া খুব উপকার পাইয়াছি। সর্ব্বদা মাথা ও সমস্ত পেট ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা নিবেন। প্রস্রাব পায়খানা খোলাসা রাখার প্রতিও খুব খেয়াল নিবেন। ইছবগুলের সরবত পায়খানা ও প্রস্রাব খোলাসা রাখে। প্রাতে খালি পেটে ও রাত্রে শয়নের সময় এ সরবত পান ভাল। সিকি তোলা ইছবগুল পরিমিত চিনি বা মিছরিসহ আধসের জলে, ৬/৭ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পান করিতে দেওয়া ভাল। আমার শরীরও ভাল যাইতেছে না। পরন্ত নাগাদ ৩০ দিনের জন্য রমজানের রোজা আরম্ভ হইবে। কিভাবে পালন করিব ভাবিতেছি। খাদ্যদ্রব্যও এখানে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। আমরা একভাবে। আপনাদের মঙ্গলাদি কামনা করি। পৃথিম পাশার রাজা সাহেব[১২] প্রায়ই আমার কাছে আসেন। আদাব।

Yours sincerly
C.U. Ahmed

পত্র-৫

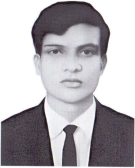
My dear Monmotha Babu,

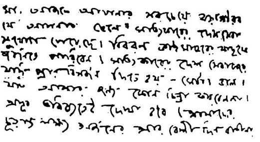
আমার নিকট লিখিত আপনার শেষ হাতুয়া চিঠির উত্তর আশা করি ইতিমধ্যে পাইয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখকষ্ট, ভয়ানক মানসিক দুশ্চিন্তা এবং অভাব অনটনের

মধ্যে থাকিলেও অদ্য আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমার ৫ম ছেলে (বি.এ. designer textile) পাকিস্তান হইতেই লন্ডনে গিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছে। গতকল্য লন্ডন হইতে তাহার পত্র পাইয়াছি, যে কত দুঃখকষ্টে এবং লুকাইয়া লুকাইয়া গত ৬ মাস নোয়াখালি হইতে ভিন্ন ২ স্থানে গিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিল সে এক দুঃখজনক কিচ্ছা, এই ক্ষুদ্র কার্ডে তাহার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব কখনও দেখা হইলে বলিব। খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তাহাকে বাঁচাইয়াছিলেন এবং সে মরতে মরতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। তবে তাহাকে পদব্রজে কয়েকশত মাইল হাঁটিতে হইয়াছিল। দুঃখজনক কাহিনী, এখানেই শেষ করিতেছি। সে লিখিয়াছে এক সপ্তাহ বিশ্রাম না নিয়া সে চাকুরীতে যোগদান করিতে পারিবে না। এমনি কাহিল, দুর্বল ও অবসন্ন হইয়াছে সে। যাক, তাহার জন্য দুয়া করিবেন। সেই আমার একমাত্র ছেলে, যে মাসিক হাজার পাঁচেক টাকার উপর সসম্মানে রোজগার করে। তাহার কোম্পানি, ইউরোপিয়ানদের মতন তাহাকে সর্ব্বপ্রকার facilities দেয় এবং তাহাকে লন্ডনের Citizenshipও offer করা হইয়াছিল। আপনি, আমার পরম হিতৈষী তাই আপনাকে এতসব জানাইলাম। আপনি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন ভাবিয়া। আমার সর্ব্ব কনিষ্ট ছেলে (ডাঃ কামাল) আমার বড় পুত্রবধূর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, সস্ত্রীক ঢাকায় আসিয়াছিল (আমার বড় পুত্র ও তাহার ছেলেমেয়েকে প্রবোধ দিবার জন্য) আবার করাচিতে ফিরিয়া গিয়াছে। গতকল্য লন্ডন মারফত তাহার পত্রও পাইয়াছি। দেশের খবরও তৎসঙ্গে পাইয়াছি, এখন ভিতরে বিশেষ কোন গোলমাল নাই জানিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। মুক্তিফৌজের সাঁড়াশী আক্রমণে শ্রীহট্ট জিলার অনেক স্থান এখন মুক্তিবাহিনীর দখলে। শীঘ্রই সমসেরনগর দখলে আসার আশা। সমসেরনগর দখল হইলে মৌলভীবাজার সবডিভিশন দখলে আনিবে। এখন চাতলা ইত্যাদি স্থানে যুদ্ধ চলিতেছে। দুয়া করিবেন। লন্ডন মারফত ঢাকায় আপনার ছেলের খবরের জন্য লিখিয়াছি। চট্টগ্রামের কোন পাত্তা করিতে পারি নাই। আপনার পরিবারবর্গের (বিশেষত আপনার স্ত্রীর) অবস্থা জানতে দিলে সুখী হইব। পাগল রোগীর প্রতি দরদ ও সহানুভূতি ইত্যাদি দেখাইলে, রোগী শান্ত থাকে। কোন রূপ বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি ক্ষতি করে। মাথায় মধ্যনারায়ণ বা লক্ষীবিলাস তেল ব্যবহারে উপকার দেয়। অখাদ্য বা কুখাদ্য ছাড়া রোগীর ইচ্ছানুযায়ী খাদ্য দিবেন। আমার এক পাগল রোগী (তেঁতইগাঁও স্কুলের মাস্টার, বর্তমানে এখানে) আত্মহত্যা করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। দিন রাত পাহারা দিয়া রাখিতে হয়। আমরা এখন এক প্রকার ভাল। আপনাদের মঙ্গলাদি কামনা করি। আদাব নিবেন। বাসার সকলকে শুভেচ্ছা ইত্যাদি জানাইবেন।

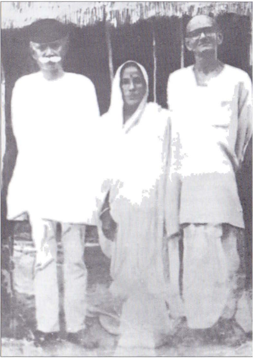
Yours sincerly
C.U. Ahmed

আগামীকল্য হইতে ৩০ দিনের জন্য আমাদের রমজানের রোজা আরম্ভ হইবে। কি খাইব ভাবি।



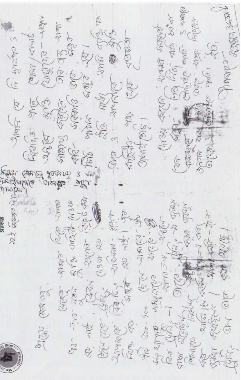


মাকে লেখা শহীদ সোলেমানের চিঠি ও তাঁর ছবি



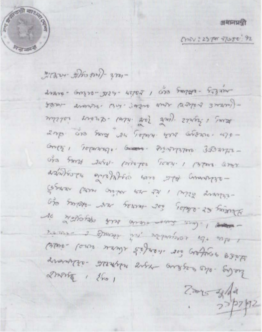
মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম.এ.জি ওসমানীর সাথে প্রীতিরাণী দাশ পুরকায়স্থ ও হেমেন্দ্রকুমার দাশ পুরকায়স্থ

ছবি : নিশিথ পুরকায়স্থ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হেমেন্দ্রকুমার দাশ পুরকায়স্থকে লেখা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর চিঠি


প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে লেখা চিঠি, ১৯৭২

Abdul Haque M. N. A.,
Civil Affairs Advisor,
SECTOR—5.

ছাতক
১৬-১২-৭১

জগন্নাথপুর থানার সংগ্রামী ভাইয়েরা,

দীর্ঘ সংগ্রামের পর বহু রক্তক্ষয় ও বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমি আপনাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। উপস্থিত কোন অসুখে ভুগিয়া আমি অত্র শারীরিক দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবার সাথে সাথেই আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত হইব।

স্বাধীনতা উত্তরকাল পুনর্গঠনের কাজে আমাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। ভারত হইতে প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কাজে সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ন্যায় ও সততার উপর ভিত্তি করিয়া নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আসুন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে আমরা আগামী দিনের নূতন সমাজ গঠনের কাজে আমরা নিজদিগকে নিয়োজিত করি।

আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করিবেন

আবদুল হক এম, এন, এ

আবদুল হক-এর লেখা চিঠি



গোলাম রব্বানীর চিঠি ও তাঁর নামে ইস্যুকৃত পাস (উল্টো পিঠে)



মন্মথবাবুকে লেখা চেরাগ উদ্দিন আহমদের চিঠি

TO

The Civil Administrator.

Jagannathpur.

Subj:Guideline/Instruction for civil administration.

Dear Sir,

In absence of govt. order/instruction on dealing with surrendering Razakars/Pakistani agents, you will follow the following procedure.

1. You will generally release the razakars/dalals on bail unless the public opinion is much against them, or they are otherwise considered dangerous.
2. The razaker/dalal whom you release on bail will report to Jagannathpur PS on the 10th, 20th and 30th of every month until govt order comes regarding their disposal.
3. The razakars/dalals who are considered dangerous will remain in police custody.
4. I am leaving a platoon of Mukti Fouj at the PS on your request. The platoon comd has been instructed to help the administration only when the situation goes out of control and you ask for help.
5. Once the police arrives you will let me know. I will withdraw the troops immediately.
6. All govt orders will supersede these orders. These orders/instructions will be treated as cancelled if any govt order contrary to these are issued meanwhile.

A.S. Helaluddin

(A.S.HELAL UDDIN)
CAPT.
SUB SECTOR COMD.
CHATTAK.

DATE. 28/12/71

সাব-সেক্টর কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন এ.এস. হেলালউদ্দিনের লেখা চিঠি

My dear Monmotha Babu,

আপনার ৮ই আগস্ট তারিখের কার্ড পাইয়া সমূহ বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছি। আপনাকে সেইদিন উপযুক্ত আদর যত্ন করিতে পারি নাই, আপনি নিজগুণে ইহাকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। ইহাতে আপনার মাহাত্ম্যই প্রকাশ পাইতেছে। টেমা বাবুকে আমার বাসায় বসিতে বলতে পারি নাই, অন্যভাবে আদর যত্ন করাত দূরের কথা, তজ্জন্য খুব পস্তাইয়াছি। Mr. MD. Elias[১৩] M.N.A প্রধানত খোয়াইতেই থাকেন, প্রায়ই আগরতলায় যাতায়াত করেন। শুনিতেছি এখন নাকি তাঁহার ৫ জন body guards এবং বৈঠকখানার মেঝে কার্পেট বিছানো। এখন তিনি too big a man সুতরাং আমাদের নাগালের বাহিরে। মৌলভীবাজার ব্যাংক লুটের কথা প্রচার করিয়াই আমার ছেলে নওয়াব এখন হাজতে। হা আপনার কথা-অক্ষরে অক্ষরে সত্য আমাদের M.N.A ও M.P.A গণ আমাদের এবং তথা দেশের প্রতি খুব Un-Sympathetic। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাঁজি। এখন এ অবস্থায় আপনি UP হইতে resign দিলে লাভ কি? আমার মতে, এখন ঐ পদে থাকাই বরং ভাল। Mr. D.F. Gazi[১৪] এখন আর সেই লোক নহেন। এখন এই zone-এর জন্য একজন Leader হইবেন Mr. Gazi এবং মিঃ মানিক চৌধুরী Candidate হইবেন। M.N.A ও M.P.A দের ভোটে নির্বাচিত হইবে। কে জয়ী হইবেন এখনও বুঝা যাইতেছে না। আগরতলা হইতে Mr. P.K. Dutta (O/C পরাগ বাবুর পিতা) আমাকে লিখিয়াছেন Govt has decided to give to the refugees who live outside campus কিছু এখানে ঐ মর্মে কোন অর্ডার এখনও আসে নাই। আমরা খোঁজ-খবর নিতেছি। দেশের খবর আমরাও পাইতেছি না। লন্ডনের পত্রে জানিয়াছি, আমার বড় ছেলে (Cash Commissioner of Income tax) করাচি হইতে ঢাকায় বদলি হইয়া আসিয়াছে। সে এখন আমার বড় দামাদের বাসায় (ধানমন্ডিতে) নাকি আছে। আপনার ছেলে ও মেয়েদের খবর জানিলাম, আমার কোনভাবে কোন কিছু করিবার নাই। শুধু শুনিলাম এবং দুয়া করিব। আমার ৫ম ছেলে (লন্ডন প্রত্যাগত) এখনও নাকি নোয়াখালিতে তাহার শ্বশুর প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাসায় আছে। লন্ডন পাঠাইবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। অবশ্য লন্ডন হইতে, আমার তথায় অবস্থানকারী আত্মীয়-স্বজন, তাহাকে তথায় নিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং লিখিয়াছেনও। কি হয়, পরে জানাইব। আপনার স্ত্রীর অবস্থা জানিয়া চিন্তিত ও দুঃখিত হইলাম। বিপদ কখনও একা আসে না। কি করিলেন এবং কি হইল জানতে দিলে সুখী হইব। আমিও ভয়ানক অভাবগ্রস্ত, এখন ৭ জন লোক। ডাল, চাউল হইতে পানি পর্যন্ত কিনিয়া খাই। রেশন মোটেই পাই না নচেৎ আপনাকে কিছু অর্থ সাহায্য দিতে পারতাম। লন্ডন হইতে যাহা কিছু টাকা

পাইয়া ছিলাম নওয়াবের মোকদ্দমা সবই খর্চ্চ হইয়া গিয়াছে। আগরতলা হইতে M.K.P Dutta লিখিয়াছেন, নওয়াবের বিরুদ্ধে এই case টিকিবে না, যেহেতু তাহার বলিয়া কথিত এই পত্রে, এই রাজ্যের কিংবা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছুই নাই। পুলিশ final report দিলে যথারীতি করা যাইবে। এই এডভোকেট ভদ্রলোক retired জজ। সুতরাং তাঁহার মতে মূল্য খুব। সময়২ পত্র লিখিবেন। আমার শরীর এবং মনও ভাল নহে। আপনাদের মঙ্গলাদি কামনা করি। আমারও আমার দ্বিতীয় ছেলে ফরিদের আদাব নিবেন। বিপিন বাবু মাস্টারের ঠিকানা দিবেন। তিনি এখন করিমগঞ্জে।

পত্র-৭

My dear Monmotha Babu,

গতকল্য ধর্ম্মনগরে Head quarter-এ মিটিং attend করিতে গিয়াছিলাম, রোজা মাস (বিশেষত আমি দুর্ব্বল শরীরেও রোজা রাখিতেছি) বলিয়া করিমগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়া আপনাদের দেখিয়া আসিতে পারি নাই। আশা করিয়াছিলাম এই সভায় আপনার সাক্ষাত পাইব। কিন্তু আপনি না আসায় দেখা হয় নাই।

সেই দিন আপনি কৈলাসহরের সভায় যোগদান করিলেও এবং আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতাদি হইলেও ভুলে আপনার স্ত্রীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করি নাই। পরে তজ্জন্য খুব পস্তাইয়াছি। তাঁহার বর্তমান অবস্থা জানিতে দিলে সুখী হইব।

আমি লন্ডন হইতে এখনও টাকা না পাইলেও কর্জ্জ করিয়া লেপতোষক বানাইতে বাধ্য হইয়াছি। কয়েকখানা কম্বল কিনিতেও হইয়াছে। এখন কোনভাবে শীত কাটাইতে পারিব। আশা করি এখানে তুলার কেজি ৬/৬৷ টাকা, তাহাও খাতিরের লোকের। ১ খানা তোষকের খরিদ মূল্য ২৮ টাকার কিছু উপরে পড়িয়াছে। আপনি কি করিয়াছেন বা করিতেছেন জানতে দিবেন। আমার শরীর ভাল যাইতেছে না, তবুও কষ্টে কষ্টে সব রোজাই রাখিয়া আসিতেছি। আমাদের দেশের জোয়ানেরা রোজা না রাখিয়া এবং প্রকাশ্যে ধূমপান ইত্যাদি করিয়া এদেশের মুসলমানদের ঘৃণার পাত্র হইতেছেন। গতকল্য, মিঃ মাং ইলিয়াছ ও গফুর ধর্ম্মনগরে দিবাভাগে প্রকাশ্যে ধূমপান করায় খুব লজ্জা পাইয়াছি। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ ধর্ম্মে আস্থাবান না থাকিলে এবং তাহা পালন না করিলে অনেকের সমালোচনার পাত্র হয়। যে নিজ ধর্ম্মকে মানে না, যে কোন অন্যায় করিতে ভয় পায় না। ধর্মই আমাদের পাপ কাজ হইতে বিরত রাখে। তৎপর, দেশের গভর্নমেন্টের বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি এখন পাক সৈন্যরা বড় বড় অস্ত্র মুন্সীবাজারে স্থাপন করিয়াছে এবং রাত্রে সেখানেই থাকে।

অবশ্য, সমসেরনগরে চলনসই গোছের অস্ত্রসস্ত্র সাজান আছে এবং কিছু সংখ্যক সৈন্য সেখানেও রাত্রে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলে হইতে (কমলপুরের কিনার হইতে) ওরা প্রায় সবই সরিয়া আসিয়াছে। সেখানে ওদের ৪০০ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। আমি এখানে কিছু রোগী পাইতেছি। আমার দ্বিতীয় ছেলের স্ত্রীর নিউমোনিয়া হইয়া গিয়াছিল, এখন আরোগ্যের পথে। আমি চিকিৎসা করিয়াছি, সঙ্গে না থাকিলে বিপদ ঘটিত। আমার দ্বিতীয় ছেলেও জ্বর হইতে খুব ভুগিয়া উঠিয়াছে। আপনাদের মঙ্গলাদি কামনা করি। আদাব।

পত্র-৮

শ্রী হেমেন্দ্র দাশপুরকায়স্থ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনাদের খবর অনেক দিন পাইনি। বাঁশতলা ক্যাম্পে দেখার পর সেই ছেলেদের মুখগুলো সামনেই চোখের উপর ভাসছে। তাদের মধ্যে যে সাহস, শৃঙ্খলা ও উদ্দীপনা দেখেছি তা আমার জীবনে এক নতুন ইঙ্গিত বয়ে এনেছে। কতলোকের কাছে যে সে কাহিনী বলেছি তা বলার নয়। তাদের কিছু জিনিষ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু শুনছি তারা শীঘ্রই Youth camp এ চলে আসবে এবং সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করা হবে তাই আমাকে সেগুলো যোগাড় করতে মানা করা হলো।

আমি ক্যাম্পের মেয়েদের জন্য কিছু শাড়ি সংগ্রহ করেছি— আপনি প্রয়োজন মত তা বিলি করার ব্যবস্থা করে দেবেন। কাকীমার জন্য একখানা লালপাড় শাড়ি পাঠালাম— তিনি যেন তা ব্যবহার করেন। বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু কাপড় জামা পাঠালাম। অল্প ঔষুধ ও ফিনাইল পাঠালাম আশা করি কাজে লাগবে। আমি সেনা ক্যাম্পে যাবার পর বালাট, ডাউকী, উমলারেম (আমলারেং) প্রভৃতি ক্যাম্পে ঘুরছি।

অবস্থা দুর্দশার চরম সীমায়, খালি মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাই অন্ধকারে আশার আলো বয়ে আনে। ভগবান তাদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন দিব— এই প্রার্থনা জানাই।

আপনার শরীর কেমন আছে? কাকীমা কেমন আছেন? ক্যাম্পের ও মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা কেমন আছে? আজ এইখানে শেষ করি।

আপনারা আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন।

ইতি
অঞ্জলি[১৫]
৭/৭/৭১

Balat
11/09/71

My dear Khukudi,[১৮]

I am sorry I could not ring you up before I left. But I talked (to) Mr. Aziz to arrange for conveyance for your coming to Balat. But now I know that could not be done. You will hear in details the condition of Mailam Camp from. Mr. Aziz. Something has to be done about it. I feel, the higher-ups are also giving it much importance. Could we not arrange to send in some foreign journalist (Time or Newsweek) to come and look at appalling conditions & give proper coverage. I feel more horrible things are ahead. After the cholera would come the small-pox. No arrangement has yet been made for vaccination.

We will be shocked to see that despair has made a very large chunk of populace into a very indifferent, self-centred, selfish lot with best civic scense from a hard working, religious, proud & good healthy citizens. And also nobody is here with them to boost up their morale & tell them of certain message of hope.

Now as to the MF officer-I now see some silver lining i
If you come to Balat please meet Maj. De Souza. I thi
happy to meet him.

Trust you all are keeping well.

With sincere good wishes.

To Anjali Lahiri
Jonson Road
Shillong

পত্র-১০

Balat
19/12/71

My Dear Sister,[১৭]
I started for Barsara with medicine and other articles from Lowbah on 18/12/71 but jeep went out of or r, so I could not go. I halted at Balat. Capt. Chakrobarty of BSF Balat is pleased to arrange a Jeep for me so I am wating at Balat. Mr. Chakrobarty is not only an officer but a social worker too. He feels very much for our people. When you come to Balat, please inform him. He wants to meet you. His conveyance always run to Shillong. If you like, you may inform him. He may even arrange lift for you.

With regards
M A Quddus. M.P.R.

পত্র-১১

From: S. H. Chaudhury,
Zonal Administrative Officer,
North East Zone (I).

Dear Mirza Sub,
On behalf of the Govt. of the People's Republic of Bangladesh. I wish to offer you my sincere thanks for your valuable services for the cause of Bangladesh liberation struggle. We have learnt how you narrowly escaped death in the hands of enemy soldiers during your guidance of Mukti Bahini operation within Bangladesh. We extend our fullest sympathy for destruction of your houses and loss of your properties and wish the safety of your family members.

However as a token of
of our Zonal Council

(Rupees four hundred) only for you. Please acknowledge the receipt of the same.

Thanking you once again and wishing you a safe a operation.

With regards,

Mirza Abdul Matin Esq.
Barrister-at-law,
Station: Takerghat,
<u>Bangladesh.</u>

পত্র-১২

ছাতক
১৬/১২/৭১

Abdul Thaque M.N.A.
Civil Affairs Advisor
Sector-5

জগন্নাথপুর থানার সংগ্রামী ভাইয়েরা,
বহু রক্তক্ষয় ও দীর্ঘ সংগ্রামের পর বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমি আপনাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া আমি আজও শারীরিক দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবার সাথে সাথেই আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত হইব।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে পুনর্গঠনের কাজে আমাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। ভারত হইতে প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কাজে সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ন্যায় ও সততার উপর ভিত্তি করিয়া নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা আগামীদিনের নতুন সমাজ গঠনের কাজে আমরা নিজদিগকে নিয়োজিত করি।

আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করিবেন।

আবদুল হক[১৮] এম.এন.এ.

জয় বাংলা

শিলচর - ২৪/১২/৭১

ভাই সাহেব,[১৯]

আমার ছালাম নিবেন। আশা করি ভালই আছেন। আপনার দেওয়া চিঠিগুলো বাড়ীতে পৌছেছে। দেশ (বাংলাদেশ) এখন মুক্ত হয়েছে। আমরা এখন স্বাধীন কিন্তু এর জন্য আমাদের একটা বড় রকমের কুরবানী দিতে হয়েছে। সুলেমান[২০]কে পাওয়া যাচ্ছে না। সে Paratrooper হয়ে হেলিকপ্টারে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। অনেকেই শহীদ হয়েছিল। তার মধ্যে সম্ভব সুলেমানও একজন। কিন্তু তার শহীদ হওয়ার চাক্ষুস কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাই ইন্ডিয়াতে আমি হাসপাতালগুলো খোঁজ করে দেখতে এসেছিলাম— কিন্তু কিছুই পাইনি। যারা আহত হয়ে এসেছিল ওদের মধ্যে সুলেমান নেই। বাড়িতে সবাই একেবারে পাগল প্রায় হয়ে আছেন। আপনারা দোয়া করবেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় ও খোদার মেহেরবানীতে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণে বেঁচে এসেছি। এখন একটু ভাল। গোলাম মোস্তফা ভালই আছে। সে বাড়ীতে ৪/৫ দিন ধরে এসেছে। আর কি লিখব। মন অত্যান্ত খারাপ ও দুর্বল। কালকে ইন্ডিয়াতে এসেছি। আবার আগামীকাল চলে যাব। দোয়া করবেন। পারলে এই সুযোগে একবার বাড়ীতে এসে আমাদেরকে দেখে যাবেন।

ইতি

লোকমান[২১]

বি.দ্র. আপনার পাঠানো টাকা এখনও এসে পৌছায়নি। হয়ত বা আসবেও না। আপনি এখান থেকে ওগুলো ফেরত নেয়া বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করবেন। অবশ্য কিছুদিনের ভিতরেই আমাদের ডাক চলাচল হয়ে যাবে লন্ডনের সাথে। তখন অনেকটা সুবিধা হবে।

টীকা :

১. সামাদ : মুক্তিযোদ্ধা। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার বদিরগাঁও গ্রামে জন্ম। ডা. হারিছ আলীর প্রেরণায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ছাতক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
হারিছ আলী : পেশায় ডাক্তার। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার দেবেরগাঁও গ্রামে জন্ম। মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তরুণদের উদ্দীপিত করতেন।

৩. মন্মথকুমার দাস চৌধুরী (১৯১৩-১৯৮৫) : মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মুন্সিবাজারে (মুন্সিবাড়ি) জন্ম। বদান্য জমিদার, শিক্ষানুরাগী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শরণার্থীদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে পাঠাতেন। তাঁর কাছে চেরাগ উদ্দিন বহু চিঠি লিখেছিলেন।

৪. টেম্মা ঘোষ : আসল নাম ব্যোমকেশ ঘোষ। মৌলভীবাজার শহরে প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এবং মুক্তিযুদ্ধের কাজে যুক্ত ছিলেন।

৫. মানিক চৌধুরী : মুক্তিযোদ্ধা। 'কমান্ডান্ট মানিক চৌধুরী' হিসেবে বিশেষ পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। হবিগঞ্জ জেলায় জন্ম।

৬. আজিজুর রহমান মৌলভীবাজার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এমপিএ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ।

৭. আজিজ বেগ : বাড়ি মৌলভীবাজার শহর। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক।

৮. তোয়াবুর রহিম : মৌলভীবাজার। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। এমপিএ ছিলেন।

৯. হাজি সুনাউল্লাহ : মৌলভীবাজার শহরে বাড়ি। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল নেতিবাচক।

১০. চেরাগ উদ্দিন আহমদ : মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার গোবর্ধনপুর গ্রামে জন্ম। মুক্তিযুদ্ধে সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিলেন।

১১. নওয়াব আহমদ : কবি। পিতা চেরাগ উদ্দিন আহমদ। '*অন্ধ বুকের আর্তনাদ*' কবিতা-গ্রন্থের জন্য একসময় প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। কতিপয় দুষ্কৃতকারী তাঁকে পাক সরকারের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করে ভারত সরকারকে জানালে তিনি ভারত রক্ষা আইনে জেল খাটেন।

১২. আলী সরুদর খান (১৯১৯-১৯৭৪) : মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার প্রখ্যাত পৃথিমপাশা জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং সাধারণ মানুষের সাথে মিশে গিয়ে তাদের দাবি আদায়ের সংগ্রাম করেছিলেন। সবার কাছে 'রাজা সাহেব' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আমৃত্যু গরিবের জন্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন।

১৩. মোহাম্মদ ইলিয়াছ : বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে যোগদান করেন। চাকরি না করে মানবসেবা ও রাজনীতিকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কয়েকবার কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল অঞ্চল থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে পরলোকগমন করেন। বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার কুশালপুর গ্রামে।

১৪. দেওয়ান ফরিদ গাজী (জন্ম-১৯২৪) : রাজনীতিবিদ। হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় জন্ম। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হয়েছিল। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে দেশ পুনর্গঠন কাজে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

১৫. অঞ্জলি লাহিড়ী : জন্ম কলকাতায় ১৯২৪ সালে। মূল নিবাস সিলেটে (প্রখ্যাত সুন্দরীমোহন দাশের বংশে)। আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত মহাপ্রাণ মহীয়সী। সিলেট অঞ্চলে নারী

জাগরণে তাঁর অবদান রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে তিনি অসামান্য কাজ করেছেন সীমান্ত অঞ্চলে।

১৬. অঞ্জলি লাহিড়ীর ডাকনাম।

১৭. বোন বলতে অঞ্জলি লাহিড়ীকে বোঝানো হয়েছে।

১৮. আব্দুল হক : সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলায় জন্ম। বিশেষ সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ৫নং সেক্টরের উপদেষ্টা ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন পর এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। জনপ্রিয় নেতা ছিলেন।

১৯. শহীদ সুলেমানের চাচাতো ভাই, লন্ডন প্রবাসী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অকাতরে সাহায্য করেন। নাম মো. নূরুল ইসলাম।

২০. শহীদ সুলেমান সম্পর্কে প্রথম পর্বে পরিচিতি দেয়া হয়েছে।

২১. লোকমান হোসেন শহীদ সুলেমান হোসেনের ছোট ভাই। মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী।

চতুর্থ অধ্যায়

পাকিস্তানি বন্দিশিবির থেকে লেখা পত্র

[পশ্চিম পাকিস্তানে চাকরিরত বহু বাঙালিকে বন্দি করে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ নির্যাতন চালায় দিনের পর দিন। আবার যুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ব বাংলা থেকেও ধরে নিয়ে যায় অনেক মুক্তিকামী ব্যক্তিকে, যাঁদের সাথে বহির্বিশ্বের কোনো যোগাযোগ ছিল না। কঠিন যন্ত্রণার মধ্যেও কয়েকজন বন্দি তাঁদের পরিবারকে জানিয়েছেন লোমহর্ষক কাহিনী। চিঠিগুলো লন্ডন হয়ে তাদের প্রিয়জনের কাছে পৌঁছেছিল বলে ধারণা করা যায়। এরূপ কয়েকটি চিঠি তৎকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল; তবে চিঠিতে অনেক সময় লেখকের নাম গোপন রাখা হয়েছে।]

পত্র-১

এক বন্দি মেয়ের আর্তনাদ

রিতা,

তুমি বোধ হয় ভালই আছ। আর থাকবে না-ই বা কেন। তুমি এখন এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের নাগরিক হয়েছ। আমাদের দুঃখ-দুর্দশা হয়ত তোমার অজানা নেই। আমাদের অবস্থা যে কতদূর চরম তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

একদিন আমাদের বাড়ীতে একদল লোক এসে আমাদের কিছু জিনিসপত্র সমেত আমাকে একটি জীপে তুলে নিয়ে চলে যায়। কোথায় যাচ্ছি তাও জানি না। কেবল শুনতে পাচ্ছি আমাদের পিছনেও কয়েকটি গাড়ী আসছে। পথে গাড়ীর মধ্যেই অমানসিক অত্যাচার শুরু হল। শিবিরে জীপ পৌঁছল এবং আমায় শিবিরে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হল। সেখানে দেখলাম আমার মতই আরও কয়েকজন মেয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর একদল 'পশু' শিবিরে এসে আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিল। দিনের পর দিন সন্ধ্যায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভোর ৪টার সময়ে

ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হয়। কোন রকম বাধা দিলে যে অত্যাচার শুরু হত তা অবর্ণনীয়। রবারের চাবুক দিয়ে তারা আমাদের নির্দয়ভাবে পেটায়। এই আতঙ্কে আমরা চরম অসম্মানজনক জীবনযাপন করতে বাধ্য হই।

আমার ভাইবোনদের আমি কোন খবরই জানি না। রেডক্রস প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, তারা এখান থেকে সাড়ে সাত মাইল দূরে আছে। আমাদের চিঠি লেখার অধিকারও নেই। খাদ্য পাওয়াও কষ্টকর। রেডক্রস যদি কোন খাবার দেয় তা হলে ওই সব 'পশুরা' এসে তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দিনে একবার মাত্র আমাদের খাবার দেওয়া হয়। খাবার হল দেড় পিচ রুটি ও এক গ্লাস পানি। দিনে মাত্র তিন গ্লাস পানি দেওয়া হয়। রেডক্রস প্রতিনিধিদের কাছে কিছু বলারও আমাদের উপায় নেই। এদের মধ্যে শ্বেতকায় আছেন, অশ্বেতকায়ও আছেন। তাঁদের কাছে ঠোঁট ফাঁক করলেই খেতে হয় রাইফেলের কুঁদো।

এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেক মেয়েই আত্মহত্যা করেছে। তাদের কবর অবধি দেওয়া হয় না। এসিড দিয়ে দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। যারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে তারা সাধারণতঃ সন্তান জন্মাবার আগেই মারা যায়। কয়েকজন আবার সন্তানের জন্ম দিয়েই মারা যায়। আমিও অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু আমরা কি করতে পারি? বাঙালী মেয়ে জন্মানই পাপ। এই অত্যাচার সহ্য করে আমিও এখনও বেঁচে আছি। তবে আধমরা হয়ে আছি। মুজিব ভাই কি আমাদের রক্ষা করবে না? আমাদের এই চরম দুঃখ-দুর্দশার কথা বঙ্গবন্ধুর কানে তুলো।

শীলা

[নির্যাতিতা ও বন্দি শীলা এই চিঠি দিয়েছিল বান্ধবী রিভাকে। তাঁদের উভয়ের কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। উৎস : সাপ্তাহিক '*বিন্দু-বিন্দু রক্তে*' সম্পাদক : গোলাম রব্বানী, ১ম বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২১ জুন, ১৯৭২, সুনামগঞ্জ]

পত্র-২

বন্দি বাঙালি

আব্বা,

পত্রে আমার সালাম গ্রহণ করিবেন। আজ অনেক দিন পর আপনার কাছে একখানা চিঠি লিখতে বসলাম। জানি না আপনার হাতে পৌছবে কিনা।

... অনেক দিন আগে প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রত্যেক বাঙালীর পাস (Pass) জমা

রেখে চাকুরী থেকে বিদায় করে দিয়েছে। এখন আমরা ঘরে বসে আছি। তাও আমার ভাগ্যে হত না, যদি অহি আমাকে এই বিপদে লন্ডন থেকে সাহায্য না করতো।...

চাকরী থেকে বিদায় দেওয়ার পূর্বে প্রত্যেকটা বাঙালীর সঙ্গে কু-ব্যবহার করেছে। কারো পুরো মাসের বেতন দেয় নি। কারো কাছ থেকে ১০ টাকার পরিবর্তে ৫০ টাকা আদায় করে ছেড়েছে। অনেকে এখন ঘরে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। আমরা ঘরে বসে আছি কোথাও যাওয়ার উপায় নাই। দিন দুপুরে ঘড়ি খুলে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক বাঙালী কোয়ার্টারে চুরী হচ্ছে এবং কোট শরীর থেকে খুলে নিচ্ছে। এইসব অন্যায় কারবার চলছে।... জানি না এখন সশরীরে বাড়ী ফিরতে পারি কিনা।

[উৎস : সাপ্তাহিক 'বিচ্ছু-বিচ্ছু রক্তে'; ৩ মে, ১৯৭২: সম্পাদক : গোলাম রব্বানী। পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় পত্র লেখকের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলায়। নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা হয় নি; চিঠি লেখার তারিখ: ১৪ মার্চ, ১৯৭২]

পত্র-৩

জনাব আব্বা,

আমার ছালাম নিবেন। আশা করি খোদার রহমতে আপনারা সবাই ভাল আছেন। আল্লাহর দরবারে দেশবাসী তথা এখানে যারা আটকা পড়ে আছেন তাদের জন্য দোয়া করুন। কারণ বহুজনের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেন।... জানিতে পারিলাম যে, আমাদের বাড়ীর সামনের দোকানকোঠা জ্বলিয়া গিয়াছে। তাই পরের চিঠিতে বিস্তারিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আমাকে লিখিয়া জানান। আর আপনি লিখিয়াছেন যে, বাড়ির সবাই ভালো। কিন্তু আমি বাড়ীর প্রত্যেকের হাতের লিখা চিঠি চাই। একটা কাগজে ২/১ লাইন করে লিখলেই চলিবে। দেশের বিস্তারিত খবর আমাকে দিবে।... খোদা যদি বাঁচিয়ে রাখে ইনশাআল্লাহ আবার আমি সবার মাঝে ফিরে আসব।...

...২৪শে নভেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখে কোরাঙ্গী (জায়গার নাম) ছেড়ে চাকলালা বিমান বন্দরে পোষ্টিং-এ যাই। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় রাওয়ালপিন্ডির চাকলালা বিমান বন্দর থেকে অনির্দিষ্টভাবে ২ দিন ২ রাত্রি ঘুরতে ঘুরতে এখানে আসি আজ প্রায় ৪ মাস আগে। তারপর থেকে এখানেই (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোন ক্যান্টনমেন্টে) আছি। বিশ্বের সঙ্গে কোন রূপ যোগাযোগ নাই বললেই চলে। কাজ করে দিন কাটাতে হচ্ছে। ক্যাম্পের বাহিরে এক পাও বাড়ানো নিষেধ। এবং তাহা

করাও সম্ভব নয়। যুদ্ধের কিছুদিন পর যদি চাকলালা হতে সরে না আসতাম তবে ভবিষ্যতে কি যে হত বলা মুস্কিল। যাই হোক খোদার ইচ্ছায় তা হয়নি। আপনাদের দোয়া আর আল্লাহর ইচ্ছা এই দুই মিলে এবারকার মত এক কথায় বেঁচে গেলাম আর কি। ... ... নিচে কয়েকটি কথা লিখিতেছি। আর যাহা লিখিতেছি তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আর তাহা হইতেছে, আমি এখানে আছি এই রকম। ধূপাদিঘীর পশ্চিমপারে যাহা আছে (পত্রলেখক সিলেট জেলের কথা ইঙ্গিতে লিখেছেন) এবং সেখানে যারা থাকে (কয়েদী) যে হালে থাকে ঠিক সেই ভাবেই আছি। আর কাজ হচ্ছে- ওখানে (জেলে) তারা (কয়েদীরা) যে যে কাজ করে সেই কাজ। অনেকে আছি। এখানে যাদেরকে রাখা হয়েছে তাদের নামের পাশে লালকালি দিয়ে অনেক কিছু লেখা হচ্ছে। সবকিছু খুলিয়া লেখা সম্ভব নয়। কারণ তো বুঝতেই পারছেন। এখানে আছে ১২০০ এর বেশী বিমান বাহিনীর লোক। ইতি–

[উৎস : সাপ্তাহিক যুগভেরী, সম্পাদক : আমিনূর রশীদ চৌধুরী, রশীদিস্তান, আম্বরখানা, সিলেট। পত্রিকায় পত্র লেখকের নাম ও ঠিকানা ছাপানো হয়নি। উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর বাড়ি সিলেটে। চিঠি ২৯.৩.১৯৭২ সালে লেখা, লন্ডন হয়ে বাংলাদেশে আসে। লেখক তখন উত্তর-পশ্চিম একটা সীমান্ত সেনা ক্যাম্পে বন্দি ছিলেন।]

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর পত্র : পুনর্গঠন

[স্বাধীনতা-উত্তর বিধ্বস্ত স্বদেশের মানুষ যখন কঠিন জীবন সংগ্রাম করে দেশ পুনর্গঠন কাজে হাত দিয়েছিলেন তখন দেশ-বিদেশের বহু ত্যাগী পুরুষ বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এই পর্বের চিঠিপত্র তাদের অকৃত্রিম মানবিক কর্মকাণ্ডের স্মৃতি বহন করছে।]

পত্র-১

International Society for God Reali
JORHAT CENTRE (ASSAM)
Acharya : SRIMAD BHAKTIPRABAN SAGAR
Date :

আনন্দ নিলয়েষু নিকুঞ্জবাবু[১]

ইতিমধ্যে আপনাকে একটা চিঠি Post করেছি। হয়ত পেয়ে থাকবেন। আমি আগামী শনিবার কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একটা Aid নিয়ে যাচ্ছি। আমি এখানকার Merchant Association এর President কেও নিয়ে যাচ্ছি, তাঁকে জিনিষটা ভালভাবে বুঝাতে হবে। কিন্তু Aid আমরা আমাদের fund এ জমিয়ে রাখতে চাই। সেইজন্যে আমি বলেছি যে রঙ্গিরকুল আশ্রমে[২] আমরা কিছু orphan রেখে দিয়েছি। বাকী বাড়ীতে বাড়ীতে আপাতত রাখা হয়েছে। সেইভাবে বুঝিয়ে তাদের further requirmentটা জানাতে হবে। তাদের কাছে আমরা বাৎসরিক বহু সাহায্য পেতে পারি। তাঁরা নিজের চোখে কিছু দেখেও আসতে চান। সেই জন্য কিছু Torchard girls বা orphan দের তাদের সামনে হাজির করতে হবে।

আপনাদের ভবিষ্যৎ Plan বজায় রাখতে আমি তাদের Convince করাবার চেষ্টায় আছি। রঙ্গিরকুল আশ্রমে আমাদের সংগৃহীত বেশীর ভাগ orfan দের রাখা হয়েছে বা আরও হবে বলেছি এবং Town এরটা আমাদের recruiting centre হবে বলেছি। প্রথমে একটু বাড়িয়ে না বললে এদের convince করা মুশকিল হয়ে পড়ে। আপনাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলাম, আমার প্রীতি জানবেন। শুভানুধ্যায়ীদের দেবেন।

শ্রী ভক্তিপ্রবণ সাগর[৩]

পত্র-২

International Society for God Realization
JORHAT CENTRE (ASSAM).
Acharya : SRIMAD BHAKTIPRABAN SAGAR

শ্রদ্ধেয় নিকুঞ্জবাবু

গতকাল আপনার সাথে দেখা হওয়ার পর রাস্তায় হঠাৎ একটা করিমগঞ্জের গাড়ী পাওয়ায় আমি ফিরে এসেছি। এখানকার কমিটি আমার সঙ্গে রাত্রেই দেখা করে সব কিছু আলোচনা করে গেছে এবং আমাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে গেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছিঃ-

এখানকার কমিটি চায় যে এত বড় কাজে হাত দেবার আগে সেখানেও একটা কমিটি তৈরি হোক এবং সেই কমিটির মাধ্যমে সমস্ত কার্য্যধারা পরিচালিত হোক, কমিটির অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রকার সাহায্য সামগ্রী বন্টন যেন না হয়। সংগৃহীত সাহায্য সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের আশ্রিতাগণকে দেওয়া হইবে। বাহিরে কাহাকেও তাহা দেবার প্রশ্ন উঠিবে না। এই কমিটির নির্দ্ধারিত সাহায্য সর্ব্বাধ্যক্ষর অনুমোদন সাপেক্ষে দেওয়া হইবে ইত্যাদি।

এই ব্যাপারে আমার প্রস্তাবিত কয়েকটি নাম সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হইয়াছে এবং সেই অনুযায়ী কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

সর্ব্বশ্রী সত্যদাসজী
স্বামী শ্রী ভক্তিপ্রবণ সাগর মহারাজ
সর্ব্বশ্রী কৃষ্ণকুমার পাল[৪]
সর্ব্বশ্রী রণধীর সেন[৫]
সর্ব্বশ্রী বিজনবিহারী দাস[৬]
সর্ব্বশ্রী নিকুঞ্জ গোস্বামী
সর্ব্বশ্রী সুহাসিনী দাস
সর্ব্বশ্রী ডাঃ রাহা[৭]

ইহাদের লইয়া গঠিত কমিটির মধ্যে সভাপতি, প্রধান সচিব এবং অন্যান্য কার্য্য বিভাগ করা হইবে।

আমাদের কমিটির নির্দ্দেশ জানিয়ে আমি সিলেটে শহরবাসী শ্রীযুক্ত বিজনকুমার দাস মহাশয়কে এই পত্রটি দিতেছি, এই সঙ্গে কমিটির অন্যান্য মেম্বারগণকে ও একটি পত্রে সব জানাইয়া আগামী রবিবার বেলা ১০টায় M.C. College-এর Principal শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার পাল মহাশয়ের বাড়ীতে একটি সভা আহ্বান করিতেছি। তথায় আমি এবং এখানকার কমিটির একজন মেম্বার উপস্থিত থাকিয়া সম্পূর্ণ Agenda গঠন করিব। ইতিমধ্যে আপনাকে দেয় সাহায্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। Further Distribution বন্ধ রাখিবেন। ৬৫০ টাকার একটা বিস্তৃত জমা-খরচ তৈরী করিয়া আপনিও সেই ১০টার সময় কৃষ্ণ বাবুর বাসায় উপস্থিত থাকিবেন।

আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, স্থানীয় লোকজন এই সাহায্য সামগ্রী বণ্টন লইয়া আপনার উপর উৎপাত করিতে পারে। আপনার আশঙ্কার কথা এখানকার কমিটিকে জানাবার ফলে তাহারা ত্রাণ সামগ্রী আপনার বাড়ী হইতে অন্যত্র সরাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন, কমিটির বিবেচনায় ত্রাণ সামগ্রী রক্ষণের স্থান নির্দেশ করা হইবে।

আমি রবিবার ঠিক ১০টায় কৃষ্ণ বাবুর বাসায় পৌছাইব। আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানবেন। আমার ছেলেমেয়েদের জানাবেন।

ইতি
বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রী ভক্তিপ্রবণ সাগর

C/O. Niren Lahiri
Advocate General, Meghalaya, Kacharibash
GUWAHATI-455318

Phones : Shillong-226531
Res : Off : Guwahati-40296
Date...

প্রিয় মিন্টু,[৮]
তোমাকে এই নামেই সম্বোধন করলাম, কারণ তুমি বয়েসে আমার চেয়ে অনেক ছোট। দিব্বীতে বিধুবাবুর সঙ্গে যখন আমি তোমাদের বাড়ী গেছি, তখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মলয় বেশ ছোট ছিল।

যাইহোক তোমার পাঠান সব কাগজ পেয়ে কি যে খুশী হয়েছি। বাংলাদেশ, তার মানুষ, আমার চেনা মানুষ সবাইকে যেন আবার নতুন করে দেখতে পেলাম। 'সুন্দরীমোহনের' উপর তোমার লেখাটা ভাল হয়েছে। মুত্তালিব[৯] সাহেবকে ঠিক মনে করতে পারছি না। তোমাদের গ্রামে কাদের বলে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। সে এখন কি করে?

ডাঃ চঞ্চলের[১০] খবরে খুবই মনে দুঃখ পেলাম। প্রায়ই শিলং-এ আমাদের বাড়ী আসতেন, ওঁর দিদির বাড়ী নিয়ে খাইয়েছিলেন শিলং-এ।

সবচেয়ে কষ্ট পেলাম বিধুবাবুর[১১] খবরে। তিনি এখন কোথায় আছেন, তাঁর ঠিকানা কি তোমার জানা আছে? জানা থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর ঠিকানাটা পাঠিও তাঁকে একটা চিঠি লিখব।

জগজ্যোতি[১২] সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। শুধু বাংলাদেশে আর্মি ক্যাম্প সাচনায় মুসলীমুদ্দীনের কাছ থেকে একটা বেয়নেট বিদ্ধ গাছে হেলান দেওয়া ছবি উদ্ধার করি। তার মারা যাবার কিছুদিন আগে বেশ কিছু মুক্তিযুদ্ধের ছেলেদের নিয়ে আমার বাড়ীতে ভিজে সপসপে হয়ে এসে বলেছিল খুব খিদে পেয়েছে। তখন নাকি ওর শরীরে বেশ কিছু বুলেটের স্প্লিন্টার গাঁথা ছিল। বলেছিলাম, 'এখানে ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে তারপর যাও।' বল্লো পাকবাহিনীর কিছু বার্জ সাচনা বন্দরে আসার কথা- সুতরাং এই Operationটাও কিছুতেই Miss করতে পারবো না। তারপর ওর মৃত্যু সংবাদ পাই।

সুনামগঞ্জের খসরু[১৩] বলে একটি ছেলের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল।

সমস্ত কাহিনীটাই আমার কিছু ঘটনা, কিছু কল্পনা, বেশীটাই কল্পনা। কিন্তু

কল্পনা ও কিছু সত্যনিষ্ঠ হওয়া দরকার। তাই তোমার কাছে ওর জীবনের মোটামুটি এক Sketch থাকলে পাঠিও। ক'টা Operationএ গিয়েছিল, কলেজে কেমন ছাত্র ছিল, গ্রামে কেমন জনপ্রিয় ছিল, যুদ্ধের আগে গ্রামে ওর নিজস্ব কোন ভূমিকা ছিল কি? তুমি লিখছ লেখো। তোমার আমারটার কোন মিলই বোধ হয় নাই। আমার অধিকাংশেই কল্পনা। আমি ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা নিয়ে দুটো লিখেছিলাম। ঢাকা কোন মহিলা সংস্থা চেয়েছিল, তারপর শুনেছিলাম ঢাকা হাইকমিশনারের স্ত্রী (কামাল হুসেন বোধ হয় নাম ঠিক মনে নেই) সেই লেখা ছাপার জন্য নাকি আগ্রহী ছিলেন। তারপর তো কত মাসই কেটে গেল, জানি না ঐ লেখাগুলোর কি হাল হলো।

নবী বলে বগুড়ার একটি ছেলে (মুক্তিযোদ্ধা) সুরজিতের[১৪] সঙ্গে প্রায়ই আমার বাড়ী আসত, টেকেরহাট কোয়ারীতেও বেশকিছুদিন ছিল, যুদ্ধের পর তার খবর কিছু জানো?

মোয়াজ্জেম কি অসুস্থ ও কাজকর্ম করতে পারে, drinks ছেড়েছে? ফরিদা বেগমের খবর কিছু জানো? এখন কোন পক্ষে?

আমার জীবনী, লেখার মত কিছু নয়, আরো অনেক জীবনী লেখার মানুষ পাবে। দিদি কল্যাণীর[১৫] জীবনীটা লেখার মত ছিল, হয়তো একদিন কেউ লিখবে। তোমার মা, আমাদের মাসীমা যে এখনো সক্ষম হয়ে বেঁচে আছেন সে খবর পেয়ে মনটা খুব আনন্দ পেল। অনেক বড় ঝাপটার মধ্যে প্রচণ্ড কর্মক্ষম একটি আশখ্য মানুষকে দেখছিলাম, তাঁর মধ্যে আজ এই। সবাই আমার ভালবাসা শুভেচ্ছা নিও।

অঞ্জলিদি

পত্র-৪

গীতা প্রেস
চালিবন্দর
শ্রীহট্ট

শ্রীমৎ ভক্তিপ্রবণ সাগর মহারাজ

শ্রদ্ধেয় স্বামীজী,

এখান হইতে যাওয়ার পর আমরা আপনার আর কোন সংবাদ পাই নাই। ইতিমধ্যে ছাত্রাবাসের গৃহাদি সংস্কারের কাজ মোটামুটি বাসোপযোগী করার চেষ্টা হইয়াছে। তবে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা এবং ঘর বেড়ার কাজ এখনও বাকী রহিয়াছে। আপনি করিমগঞ্জ হইতে চাটাই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া যাওয়ায় এদিকে

আমরা আর কোন ব্যবস্থা করি নাই।

সেবাসদনের[১৬] একখানি আবেদনপত্র ও মুদ্রণ করা হইয়াছে। তবে ভিন্নতর পরিস্থিতি ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা এখনও Circulation এ দেওয়া হয় নাই। আপনার ভক্ত দু'জন এখানেই এখনও আছেন এবং সাধ্যানুযায়ী তাহারা ঘরবাড়ী সংস্কারের কাজেও সহায়তা করিতেছেন এবং আপনার পরবর্তী নির্দেশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। শীঘ্রই ভারতীয় সৈন্যরা চলিয়া যাইতেছেন এই সংবাদে হিন্দুদের মনে কিছুটা দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিতেই পারেন। দুর্বৃত্ত শ্রেণীর সশস্ত্র লোকেরা এখনও সংগোপনে রহিয়াছে। কাজেই একটী মেয়ে প্রতিষ্ঠান সংগঠনের ধীরে স্থিরে চিন্তা করিয়াই অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করা যাইতেছে।

আমাদের বিবেচনায় আপনি যে ১০ জন অনাথ নারী ও শিশুর দায়িত্বভার নিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা শ্রীহট্ট ছাত্রাবাসের একটী মাত্র গৃহকে Recruting কেন্দ্র রূপে রাখিয়া রঙ্গিরকুল আশ্রমেই তাহা আরম্ভ করা যাইতে পারে। সেখানে যে গৃহাদি আছে তাহাতে ১০ জনের পক্ষে বাসস্থানের কোন অসুবিধা হইবে না। তদুপরি সুহাসিনীদি সেখানে আছেন। সেখানকার তাঁহার কর্মকেন্দ্র ত্যাগ করিয়াও আসিতে হইবে না। মাসিক খরচও অপেক্ষাকৃত কমে হইবে এবং পরিবেশও সেখানে ভাল। আমি প্রতি সপ্তাহে গিয়া সেখানকার কর্ম ব্যবস্থার সাহায্য করিয়া আসিতে পারিব। ছাত্রাবাসের[১৭] ছাত্রদের মধ্যে ৮/১০টী বি.এ পরীক্ষার্থী রহিয়াছে উহাদেরও স্থান দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আই.এ পরীক্ষার্থীও কয়েকজন রহিয়াছে। আপনার দেওয়া সাহায্য দ্রব্যাদি বাঁধা অবস্থায়ই ভক্তদের জিম্মায় রহিয়াছে। ছাত্রাবাসের সংস্কারে আপনার প্রাথমিক সাহায্যের ২০০ টাকা দিয়াছি। বাকী ২৫০ টাকা হইতে ভক্তদের খোরাকী ও ছাপা খরচ মাত্র করা হইয়াছে।

স্থানীয় লোকেরা এমনই দুরবস্থার মধ্যে সকলেই আছেন যে স্থানীয় কোন সাহায্য পাওয়া বর্তমানে অসম্ভব। এমতাবস্থায় কি কর্তব্য সে বিষয়ে আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলাম। শ্রদ্ধেয় প্রমথবাবু[১৮] কৃষ্ণবাবুদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াই আপনাকে এই চিঠিখানা লিখিতেছি।

আমাদের প্রীতি গ্রহণ করিবেন। ইতি

শ্রদ্ধাবনত
নিকুঞ্জ গোস্বামী

I had written to you a letter on the 3rd March informing about sending a cheque through Shri Benoy Krishna Roy of Narayanganj and other materials by lorry, which I understand from my Calcutta office had reached you on the 10th. So far you have not replied my letter nor acknowledged receipt of the materials. Till I hear from you about the receipt of the goods and how you have destributed or utilised the same I may not be able to send any further materials nor money. Please write to me at my Calcutta address as I am going to Deli on the 26th and will be reaching Calcutta on the 2nd April.

My dear Nikunja Babu,

After posting to you my letter of the 25th, I have received your letter of the 19th and I think, before this letter reaches you, you must have received RS. 2,000/-

I cannot understand when Srimot Bhaktipraban Sagar Maharaj of Gouriya Math, who was promising for RS. 25,000/- worth of help, has purchase food-grains only for 10 people for one month.

Haryana Committee cannot make commitments if somebody else spends little and shows to others that they are running the save sadan. In that case, we have to stop sending further help, either Guriya Math Should come forward to take more responsibilities. Please write to me at my Calcutta address, where I am flying on the 2nd April.

With best wishes,

Shibbari Road
Hailakandi
Cachar
4/4/72

আনন্দ নিলয়েষু
নিকুঞ্জবাবু

আমার শ্রদ্ধা জানবেন। শ্রী সুহাসিনীদিকে জানাবেন। আশ্রমের সবাইকে আমার প্রীতি আশীর্বাদ জানাবেন। কিছুদিন যাবত আমার শরীরটা ভাল নয়। খুব প্রয়োজনে আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি।

গত সপ্তাহে Dr. Triguna Sen[১৯] করিমগঞ্জের নলিনী বাবুকে একটি চিঠি দিয়ে আমাকে জানাতে বলেছেন যে তিনি সিলেট আশ্রমে এক ট্রাক মাল ও ২০০০ টাকা পাঠিয়েছেন। এতে জানিয়েছেন যে মালগুলির Utilization certificate পাঠালে তিনি আরও মাল পাঠাতে পারবেন। এখন কথা হচ্ছে, এই মুহূর্তে আমার হাতে নানান কাজ থাকার দরুন আমি বাংলাদেশে যেতে পারবো না। সুতরাং আপনারা মালগুলির একটা Utilization certificate পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া করিমগঞ্জে কিছু Collected aid পড়ে আছে। সেই সঙ্গে আপনাদের monthly collection টাও করিমগঞ্জ কমিটির কাছে আছে। আমি কৃষ্ণবাবুকে দুটো চিঠিতে জানিয়েছি, আবার আপনাকেও জানাচ্ছি যে, এ ব্যাপারে আপনি, Shri Nalini Kanta Das, Ex Chairman, Kmj Cachar, ঠিকানায় যোগাযোগ করে টাকাটা আনিয়ে নেবেন। তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া আছে। Sylhet কমিটিকে শুধু Active হয়ে Karimganj committee'র সঙ্গে যোগাযোগ করে Collection বাড়াতে হবে। আমার পক্ষে নিত্য করিমগঞ্জ বাস করা সম্ভবপর নয়। আমি এই মাসে শেষের দিকেই কলকাতা যাব। সেখানে মানুভাই যার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আছে। পরে মাসে Delhi গিয়ে Prime-Minister কে meet করব, দুজায়গাতেই আমি সাহায্যের আবেদন জানাব।

এদিকে আপনারা দয়া করে Karimganj-এর সঙ্গে Contact করার চেষ্টা করে মাল বা টাকাগুলো নিয়ে আসবেন।

অধিক কি? আপনারা আশা করি মঙ্গলে আছেন। পত্রছ অন্যান্য কুশল।

ইতি
বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রী ভক্তিপ্রবণ সাগর

শ্রীকৃষ্ণ সেবাসদন
SRIKRISNA SEVA SADAN
Chalibandar, Sylhet.

চালিবন্দর, শ্রীহট্ট
(বাংলাদেশ)
৮/৫/৭২

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস
করিমগঞ্জ

সবিনয় নিবেদন,

আশাকরি কুশলে আছেন। বিগত ৪/৪/৭২ ইং তারিখে আপনাকে ডাকযোগে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু ইহার উত্তর সাথে না পাওয়াতে উদ্বিগ্ন আছি। শ্রীমৎ সাগর মহারাজ ও এপ্রিলের প্রথমভাগে আসিয়াছিলেন এবং ফিরিয়াই এপ্রিল মাসেই খরচাদি প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু অদ্যাবধি উহা না পাওয়ার কারণ বুঝিতেছি না।

সদনের কাজ মোটামুটিভাবে চলিয়াছে। মোট ১৬ জন অনাথ ও নিরাশ্রয় সদনে আছেন। তন্মধ্যে ৮ জনকে স্কুলে ভর্তি করা হইয়াছে। কয়েকজনকে গৃহে পড়ানোর ও সেলাই শিখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উহাদের পরিচালনার জন্য ২ জন তত্ত্বাবধায়িকাও আছেন। সদনে বিগত ২ মাস যাবত একটা দুগ্ধকেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। রামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে দুধ পাওয়া যাইতেছে এবং সদনের মেয়েরাই প্রত্যহ এই দুধ বিতরণ করিতেছে। মোট ৮৫০ জন শিশু প্রত্যহ এই দুধ নিতেছে।

বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির হরিয়ানা রাজ্য সমিতি হইতে আমরা নগদ ২ হাজার টাকা ও কিছু কাপড় কম্বল, থালা, গ্লাস ইত্যাদি পাইয়াছি। উহা পাইয়াই তাহাদের আমরা পত্র দিয়াছিলাম কিন্তু প্রায় ১০/১২ দিন পর উহা হস্তগত হয়। কলিকাতার চিঠি যাইতে বা পাইতে সাধারণতঃ ১০/১২ দিনই সময় লাগে।

শ্রীমৎ সাগর মহারাজ মার্চ মাসের জন্য ১২ জনের উপযোগী খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তারপর হইতে আমরা আর কোন সহায়তা পাই নাই। মহারাজজী আপনাদের সহায়তায় ১০ জনের মাসিক খোরাকী বহন করিবেন

বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং আমরা ইহার উপর নির্ভর করিয়াই এই কাজের দায়িত্বভার নিয়াছি। সদনকে সাধারণ পর্যায়ে চালাইতে গেলেও অন্ততঃ ২৫ জনকে নিয়োগ করা উচিত। গ্রামান্তরের অনেকেই সদনে আসিতে প্রার্থী হইতেছে কিন্তু আমরা আর্থিক কোন নিশ্চয়তা না বুঝিয়া আর সংখ্যা বাড়াইতে সাহসী হইতেছি না।

বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি হইতে প্রাপ্ত অর্থেই এপ্রিল ও মে মাসের খরচ নির্বাহ হইতেছে। সদনের চারদিকের বেড়া, পায়খানা ও চাল ইত্যাদি সংস্কার করিলেও এখন কাজও স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। এজন্যও খুব অসুবিধা হইতেছে।

যাই হোক পত্রপাঠে আশা করি আপনাদের প্রতিশ্রুত মাসিক সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন। আপনাকে এ বিষয়ে অধিক লিখা নিস্প্রেয়োজন মনে করি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিবেন।

ইতি

ভবদীয়

নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী

শ্রীমৎ সাগর মহারাজ হইতে প্রাপ্ত নগদ অর্থ :
জানুয়ারী-২০০ টাকা (গৃহ সংস্কারের জন্য)
ফেব্রুয়ারী-৪৫০ টাকা
মার্চ- ২০০ টাকা এবং ১২ জনের উপযোগী টালি গঠন ইত্যাদি।

My Dear Nikunja Babu,

I have arrived here on Tuesday.

I am arranging to send goods through Lorry which will leave on 6/7th instant and I am giving a cheque of RS. 2000/- (Rupees Two thousand only) to Kumari Jharna Dhara Choudhury[17] of Prabartak Sangha, Chittagong. Please arrange to collect this RS. 2000/- from Shri Benoy Krishna Roy, Advocate, Ukilpara, Narayangunj, Dacca, who will be reaching Narayanganj on 11th instant and send the official receipt for the same to me. Further money can be sent only after you run the Seva Sadan and as Swamiji has already taken the responsibility for RS. 500/- per month, if not more.

ishing below the details of goods.

5. Chaddars ....
6. Boots ....
7. Blanket ....
8. Sataranchi ....

পত্র-১০

Chalibandar
Sylhet
Date. 22/7/72

প্রীতিভাজন সিরাজ সাহেব[২১]
চেয়ারম্যান সিলেট জেলা রেডক্রস সমিতি,
আবেদনকারিণী অর্পণা ভট্টাচার্য (কুমারী) আমার বিশেষ পরিচিত। আমাদের ছাত্রাবাসে থাকিয়া-ই মহিলা কলেজে পড়াশুনা করিয়াছেন। বিনম্র ও বুদ্ধিমতী। মুক্তি আন্দোলনের কালে তাহার পিতা বৌলাছড়া চা বাগানের এসিস্টেন্ট ম্যানেজার অঘোর ভট্টাচার্য মহাশয়কে পাক ফৌজেরা ধরিয়া নিয়া যায়। তদবধি তাহার আর কোন খবর নাই। মেয়েটী এইবার বি.এ পরীক্ষা দিয়াছে। ছাত্রী হিসাবে মেধাবী এবং নিশ্চয়ই পাশও করিবে।

পারিবারিক প্রয়োজনে তাহার চাকুরী করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। রেডক্রস সমিতির কাছে তাঁহাকে নিয়োগ করিলে বিশেষ আনন্দিত ও বাধিত হইব।

আপনাদের নিকট এ বিষয়ে অধীক লিখা নিশ্প্রোয়ন মনে করি।

ভবদীয়
নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী

পত্র-১১

15th June, 1972
My dear Khukudi,

I am so sorry to know that you had almost met with an accident on your way at Sarighat. I do hope you had no further trouble in reaching Shillong. I regret so much and I feel so ashamed too- that we failed to provide you with a car for going back to Shillong.

I have distributed all the relief articles you gave me except the toothbrush, paste & bed cover. I kept these for myself. I have given another bed cover instead. I have given the medicines to a local reliable doctor for free distribution. You are well known to most of the Balat returnees. People I met was so happy to hear about you-and especially because you still care so much for them all. I have been told to convey to you their thanks & gratitude for your kind concern.

I am refraining from giving you any news of our country-lest you would think me a cynic and pessimist. However, I shall try to send you some interesting Newspaper cuttings.

How you all are keeping well. What about Bordha? Please convey my Nomaskar to Mr. Lahiri & love to the children...

ith all best wishes
Affectiontely
B Das Gupta

PS
I have orderd your records & hope to get them within a month.
You will be glad to know I have been able to recover some of our looted articles & papers.

শ্রদ্ধেয়া খুকুদি

আপনি ও দাদা আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন এবং বুলবুলি ও রাহুলের জন্য রইল আমার অনেক স্নেহ-ভালোবাসা। এসে অবধি আপনাদেরকে লিখব লিখব করেও হয়ে ওঠেনি। শিলং [শিলং] ছেড়ে আসার আগে আপনার ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি গৌহাটি গিয়েছিলেন। দেশে ফেরার আগেই শুনেছিলাম বাবা মারা গেছেন। দেশে ফিরে শুনলাম শুধু বাবা নয় মা, বড় ভাইয়ের এক ছেলে ও আরও নিকট অনেক আত্মীয়-স্বজন মারা গেছেন। পাক দস্যুরা আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। দেশের বাড়িতে এখন নিজেদের মাথা গোঁজবার মত ঠাঁই নেই বললেই চলে। যাক্ এর জন্য বিশেষ দুঃখ করি না। এই সমস্যা এখন প্রায় সমস্ত বাঙালি জাতিরই সমস্যা।

একবার দাদা, বুলবুলি ও রাহুলকে নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে আসেন না কেন দিদি। আপনারা যেমন আদর যত্ন করেছেন আমাদের, আমরা অবশ্য অতটুকু করতে পারব না। বিশেষ করে এখন। কিন্তু ঢাকায় আসলে অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। আমার কোন ভাগ্নীদেরকে আপনার ও আপনাদের কথা বলেছি। ওরা আপনাদের দেখা পেতে অত্যন্ত আগ্রহী। জানি না কবে সে দেখা হবে। আপনার সেই প্রিয় গান। "প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য"-এর সুরকার দোদুল আহমদ আপনাকে দেখার জন্য এবং আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। এখন চাকরিতে জয়েন করেছি এবং নানাবিধ অসুবিধা থাকার দরুন ঠিক এই মুহূর্তে শিলং [শিলং] যাওয়ারও কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না। যদিও আপনাদের কাছে আবার যাওয়ার জন্য মনটা বড্ড আনচান করে। আশা করি আমাদের ভুলে যান নি। আমি অবশ্য এখনও ট্যাংকের [টেকের] ঘাটে আছি। কিন্তু আমার খুলনায় বদলীর আদেশ এসেছে। আপনি হয়ত শুনে সুখী হবেন যে সংগ্রামের শুরু থেকে আমার নিঃস্বার্থ কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকার সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং একটা সনদপত্রও দিয়েছে। যাই হোক, আপনার চিঠি পেলে সুখী হব। দাদা, বুলবুলি ও রাহুলকে চিঠি লিখতে বলবেন।

ইতি

নবী[২২]

বি: দ্র : সকল দুঃখের মাঝেও আনন্দের সহিত আপনাকে জানাচ্ছি ঐ মেয়েটো ভাল আছে। আশীর্বাদ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী
ঢাকা : ২১শে নভেম্বর ৭২

শ্রদ্ধেয়া প্রীতিরাণী দাশ[২৩]

আমার আদাব গ্রহণ করবেন। তাঁত শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ আপনার দেয়া উপহারখানা জেনারেল ওসমানী সাহেবের মারফতে পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। শিল্প জগতে তাঁত শিল্প এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের উন্নতমানের তাঁত শিল্প একটি গৌরবের বিষয়। দেশের ভাঙ্গা অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রশ্নে আপনাদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। সেহেতু আমাদের তাঁত শিল্পের ক্রমবিকাশ এবং বিশ্বের হস্তশিল্পাঙ্গনে এর সুপ্রতিষ্ঠিত স্থান আমার একমাত্র কাম্য।

সরকার এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাবে। দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনাদের প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতি
শেখ মুজিব[২৪]

ঢাকা : ২১/১১/৭২

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তা জগৎ মা[২৫]

আজ আপনাকে স্মরণ হচ্ছে। পত্রে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা আপনার ছেলে মেয়ের প্রতি রহিল। আমি শুধু আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে স্মরণ করছি। প্রথম মুক্তিফৌজ সংগঠন করার সময় আপনার দেওয়া মশারী, চাদর, হুবেঞ্জি [শতরঞ্জি] মগ, প্লেইট, হানডি ইত্যাদি পাইয়া আমরা বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপায়ে পড়েছিলাম। আপনার উৎসাহ উদ্দিপনায় [উদ্দীপনায়] এবং আমাদের ক্যাম্পে আসিয়া সংগ্রামী অভিবাদন জানাইলে আমরাও উৎসাহী হয়ে মরণপণ সংগ্রাম চালাইয়া ছিলাম—ঐ মেঘালয় এর গুহায় থেকে থেকে। যাক আপনার অবদান বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অতি স্মরণীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বটে। আমি সাবেক মুক্তি ফৌজ M.F. (R) ক্যাম্প ইনচার্জ হরুনগরের, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনার বিগত দিনের সাহায্য সহয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং সর্বদা আপনাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিনন্দন চীর [চির] অমর হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধু হাসপাতালটা আপনার সাহায্যকৃত ডাক্তারী দ্রব্যাদি আপনাকে স্মরণ করছে।

আপনারই–
ডা. মুছাব্বির[২৬]

টীকা :

নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী (১৯১৩-১৯৯৩) ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা, '*জনশক্তি*' পত্রিকার সম্পাদক, উমেশচন্দ্র-নির্মলাবালা ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠাতা। আমৃত্যু মানবসেবার কাজে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘকাল রশিদকুল আশ্রম পরিচালনা করেন। বহু বছর ব্রিটিশ-পাকিস্তান সরকারের কারাগারে আটক ছিলেন। মূল বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর গ্রামে। ১৯৯৩ সালে পরলোকগমন করেন।

রশিদকুল আশ্রম ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় কংগ্রেসী নেতারা ১৯২৫ সালে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার রশিদকুল পাহাড়ে এই আশ্রম গড়ে তোলেন। এই আশ্রম থেকে আসাম প্রদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজ পরিচালনা করা হতো। আশ্রমে সর্বত্যাগী স্বদেশপ্রেমীরা অবস্থান করতেন। সর্বত্যাগী নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভক্তিপ্রবণ সাগর মহারাজ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন ও শরণার্থীদের কাজে সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পুনর্গঠন কাজে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

কৃষ্ণকুমার পালচৌধুরী (১৯২০-২০০০): প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ। হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় জন্ম। মদনমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বহুগ্রন্থ প্রণেতা। সামাজিক কাজের সাথেও জড়িত ছিলেন।

রণধীর সেন : বিচারপতি। বাড়ি সিলেট। সামাজিক কাজ ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত।

বিজনবিহারী দাস : জন্ম সিলেট শহরে। আইন পেশার সাথে যুক্ত। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন।

ডা. সত্যেন্দ্রকুমার রায় : ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি সামাজিক কাজেও জড়িত ছিলেন। বাসা সিলেট শহরের ধোপাদীঘির পার।

হিতেন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ (১৯৩৭-১৯৯৯) : সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার দিঘলী গ্রামে জন্ম। পিতা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারী হেমেন্দ্রকুমার দাশ পুরকায়স্থ; মা নারী নেত্রী প্রীতিরাণী দাশ পুরকায়স্থ। পিতা-মাতার রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রগতিশীল কাজে জড়িত থাকেন। মুক্তিযুদ্ধে বাঁশতলার ক্যাম্পে সংগঠকের ভূমিকায়ও ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ ও আন্দোলন-সংগ্রাম নিয়ে লেখালেখি করতেন।

মুত্তালিব : মুক্তিযোদ্ধা মেজর মুত্তালিব স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ৫নং সেক্টরে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সুচারু পরিকল্পনা ও নির্ভীক সাহসের কারণে ৫নং সেক্টরের বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল।

১০. ডা. চঞ্চল : ডাক্তার ও রাজনীতিবিদ। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান রয়েছে।

১১. বিধুবাবু : মুক্তিযোদ্ধা। আসল নাম শ্যামাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার গোজাখাইর গ্রামে বাড়ি। রুচিশীল বিত্তবান লোক ছিলেন। পাকিস্তান আমলে নবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধের সময় নবীগঞ্জ থানা আক্রমণ হয়েছিল। অকৃতদার। বর্তমানে তিনি কোথা আছেন তা কেউ সঠিক জানেন না। অনেকে মনে করেন সন্ন্যাসী হয়ে বার্মা (মিয়ানমার) অঞ্চলে অবস্থান করছেন।

১২. জগজ্জ্যোতি দাস (১৯৪৯-১৯৭১) : প্রখ্যাত গেরিলা যোদ্ধা। হবিগঞ্জের জলসুখা গ্রামে জন্ম। পিতা : জীতেন্দ্রচন্দ্র দাস, মা- হরিমতি দাস, সুনামগঞ্জের নৌ-পথে পাকসেনাদের বিপর্যস্ত করেছিলেন জগজ্জ্যোতি। নির্ভীক ও অকুতোভয় এ যোদ্ধা সম্পর্কে বহু বীরত্বপূর্ণ কাহিনী

প্রচলিত আছে। তাঁর দল 'দাস পার্টি' নামে খ্যাত ছিল। এই দলে প্রায় বিয়াল্লিশজন যোদ্ধা ছিলেন। পূর্বে পরিচয় দেয়া হয়েছে। ১৬ নভেম্বর সম্মুখ সমরে শহীদ হন।

১৩. বজলুল মজিদ খসরু মুক্তিযোদ্ধা। সুনামগঞ্জ জেলা দোয়ারাবাজার উপজেলায় বাড়ি। বর্তমানে সুনামগঞ্জ শহরে আইন পেশার সাথে যুক্ত। সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছেন। স্থায়ীভাবে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনা করছেন।

১৪. সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (১৯৩৯-) সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় জন্ম। প্রতিবাদী রাজনীতিবিদ। ১৯৭০ সালে ন্যাপ পার্টি থেকে এমপিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেটা তখনকার জন্য ব্যতিক্রমী ঘটনা। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম ৫নং সেক্টরের সংগঠক। সাব-সেক্টর তাঁর প্রচেষ্টায় গঠিত হয়েছিল। স্বাধীন দেশেও বহুবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন।

১৫. কল্যাণী মিত্র : প্রখ্যাত নারী নেত্রী। সিলেটে নারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। সিলেট মাতৃমঙ্গল হাসপাতালে দীর্ঘদিন সেবাকাজ করেছেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিরও সদস্য ছিলেন।

১৬. সেবাসদন : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নির্যাতিত, বীরাঙ্গনা, পিতৃ-মাতৃ-স্বামীহারা অসহায় নারীদের পুনর্বাসনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ সেবাসদন নামে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানটি সিলেট শহরের চালিবন্দরস্থ উমেশচন্দ্র-নির্মলাবালা ছাত্রাবাসে কার্যক্রম চালায়, যেখানে আশ্রিতা মেয়েদেরকে স্বাবলম্বী করে সমাজে পুনর্বাসন করা হয়েছিল।

১৭. উমেশচন্দ্র-নির্মলাবালা ছাত্রাবাস : সিলেট শহরের চালিবন্দরে ১৯৬২ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। পাকিস্তান আমলে গ্রাম থেকে আসা হিন্দু ছেলে-মেয়েদের বাসস্থানের সমস্যা নিরসনকল্পে নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামীর নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু সামাজিক কাজ এই ছাত্রাবাস থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

১৮. প্রমথনাথ দাস (১৯০০-১৯৭৮) : বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার। সামাজিক কাজে তিনি অকাতরে অর্থ দান করতেন।

১৯. ড. ত্রিগুণাচরণ সেন (১৯০৫-১৯৯৮) : প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। আদি নিবাস সিলেট। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি অশেষ পরিশ্রম করেছিলেন।

২০. ঝর্ণাধারা চৌধুরী : প্রখ্যাত সমাজসেবিকা। বর্তমানে নোয়াখালীর জয়াগ-এ অবস্থিত গান্ধী আশ্রমের মাধ্যমে বিশাল কর্মযজ্ঞ করে যাচ্ছেন।

সিরাজ উদ্দিন (১৯৩৫-২০০২) সিলেটের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। উদ্যোক্তা। সিলেট রেডক্রস-এর পুরোধা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ পুনর্গঠন কাজে যথেষ্ট কাজ করেন।

২২. সৈয়দ রফিকুন নবী : মুক্তিযোদ্ধা। বাড়ি বগুড়া।

২৩. প্রীতিরাণী দাশপুরকায়স্থ (১৯১৯-২০০৬) : নারী নেত্রী। সিলেট এর বিশ্বনাথ উপজেলার দিঘলী গ্রামের হেমেন্দ্রকুমার দাশ পুরকায়স্থের সহধর্মিণী। মুক্তিযুদ্ধের সময় মহিলা মুক্তিফৌজ গঠন করেছিলেন। শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি মাতৃস্নেহ দিয়ে যত্ন নিতেন। আমৃত্যু সামাজিক কাজ করেছেন। তিনি বিপ্লবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) : বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। বাঙালি জাতির স্থপতি। তাঁর রাজনৈতিক দৃঢ়তার কারণে আমাদের স্বাধীনতার অরুণোদয় হয়েছিলেন। স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালে বিপথগামীদের দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হন।

২৫. অঞ্জলি লাহিড়ীকে সম্বোধন করা হয়েছে।

২৬. ডা. মুক্তাবির : মুক্তিযোদ্ধা।